

বিসিক শিল্পনগরীতে বরাদ্দকৃত শিল্প প্লট অব্যবহৃত থাকার কারণ ও শিল্প প্লটের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিতকরণে করণীয়

(বিসিকের যেসকল শিল্পনগরীতে খালি শিল্প প্লট অথবা রুগ্ন/বন্ধ শিল্প ইউনিটের
সংখ্যা বেশি এমন ২০টি শিল্পনগরীর ওপর পরিচালিত গবেষণা)

২০২৫



বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন (বিসিক)

www.bscic.gov.bd

বিসিক শিল্পনগরীতে বরাদ্দকৃত শিল্প প্লট অব্যবহৃত থাকার কারণ ও শিল্প প্লটের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিতকরণে করণীয়

(বিসিকের যেসকল শিল্পনগরীতে খালি শিল্প প্লট অথবা রুগ্ন/বন্ধ শিল্প ইউনিটের
সংখ্যা বেশি এমন ২০টি শিল্পনগরীর ওপর পরিচালিত গবেষণা)

সম্পাদনায়

ডা. মোহাম্মদ শাহাদত হোসেন, পরিচালক (পরিকল্পনা ও গবেষণা), বিসিক
ড. মোঃ ফরহাদ আহমেদ, মহাব্যবস্থাপক (পরিকল্পনা ও গবেষণা বিভাগ), বিসিক
জনাব জি,এম, রব্বানী তালুকদার, উপমহাব্যবস্থাপক, শিল্পনগরী ও সমন্বয় শাখা, বিসিক
জনাব মোঃ মিজানুর রহমান, ব্যবস্থাপক, গবেষণা শাখা, পরিকল্পনা ও গবেষণা বিভাগ, বিসিক
জনাব মোঃ মাইদুল ইসলাম, পরিকল্পনা কর্মকর্তা, পরিকল্পনা ও গবেষণা বিভাগ, বিসিক
জনাব মোঃ মুজাদ্দিদ আলম, গবেষণা কর্মকর্তা, গবেষণা শাখা, পরিকল্পনা ও গবেষণা বিভাগ, বিসিক
জনাব মোহাম্মদ ইকবাল হোসেন, গবেষণা কর্মকর্তা, গবেষণা শাখা, পরিকল্পনা ও গবেষণা বিভাগ, বিসিক

প্রতিবেদন প্রণয়নে

গবেষণা শাখা, পরিকল্পনা ও গবেষণা বিভাগ, বিসিক



বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন (বিসিক)

www.bscic.gov.bd

প্রকাশক

বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন (বিসিক)

৩৯৮ মেয়র আনিসুল হক সড়ক

তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা ১২০৮

ফোন: (+৮৮ ০২) ৪১০২৫১২৮

ই-মেইল: info@bscic.gov.bd

প্রকাশকাল

জানুয়ারি ২০২৬

স্বত্ব

বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন (বিসিক)

উপদেষ্টা

জনাব মোঃ সাইফুল ইসলাম, চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন (বিসিক)

সার্বিক তত্ত্বাবধানে

ডা. মোহাম্মদ শাহাদত হোসেন, পরিচালক (পরিকল্পনা ও গবেষণা), বিসিক, ঢাকা

সম্পাদনা

ড. মোঃ ফরহাদ আহমেদ, মহাব্যবস্থাপক (পরিকল্পনা ও গবেষণা বিভাগ), বিসিক

জনাব জি,এম, রব্বানী তালুকদার, উপমহাব্যবস্থাপক, শিল্পনগরী ও সমন্বয় শাখা, বিসিক

জনাব মোঃ মিজানুর রহমান, ব্যবস্থাপক, গবেষণা শাখা, পরিকল্পনা ও গবেষণা বিভাগ, বিসিক

জনাব মোঃ মাইদুল ইসলাম, পরিকল্পনা কর্মকর্তা, পরিকল্পনা ও গবেষণা বিভাগ, বিসিক

জনাব মোঃ মুজাদ্দিদ আলম, গবেষণা কর্মকর্তা, গবেষণা শাখা, পরিকল্পনা ও গবেষণা বিভাগ, বিসিক

জনাব মোহাম্মদ ইকবাল হোসেন, গবেষণা কর্মকর্তা, গবেষণা শাখা, পরিকল্পনা ও গবেষণা বিভাগ, বিসিক

প্রচ্ছদ, অক্ষর ও পৃষ্ঠা বিন্যাস

গবেষণা শাখা, পরিকল্পনা ও গবেষণা বিভাগ, বিসিক

মুদ্রক

মিতালী ট্রেডিং

২৬৯-২৭০/সি, বাকুশাহ মার্কেট, নীলক্ষেত, ঢাকা-১২০৫

মুখবন্ধ

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও শিল্পায়নের ধারাবাহিক অগ্রযাত্রায় কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পখাত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ। এই খাতের বিকাশের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন (বিসিক) দেশব্যাপী ৮৩টি শিল্পনগরী স্থাপন করে উদ্যোক্তাদের জন্য শিল্পপ্লট বরাদ্দ, অবকাঠামো সুবিধা প্রদান ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করে আসছে। বিসিকের এই শিল্পনগরীগুলো পরিকল্পিত শিল্পায়নের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। তবে শিল্পনগরীগুলো থেকে প্রত্যাশিত সুফল পেতে বিসিকের শিল্প প্লটের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ এখনও বরাদ্দ না দিতে পারা এবং বরাদ্দকৃত শিল্প প্লটের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ রুগ্ন/বন্ধ হয়ে যাওয়া বড় প্রতিবন্ধকতা হিসেবে কাজ করছে। শিল্প প্লট অব্যবহৃত থাকার ফলে নতুন শিল্প স্থাপন ব্যাহত হওয়ার পাশাপাশি শিল্পনগরীতে বিনিয়োগকৃত সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা যাচ্ছে না। এর প্রভাব সরাসরি পড়ছে কর্মসংস্থান সৃষ্টি, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং সরকারের রাজস্ব আয়ের ওপর। অনেক ক্ষেত্রে অব্যবহৃত প্লট দীর্ঘদিন পড়ে থাকায় সেগুলো বেদখল বা অবৈধ ব্যবহারের ঝুঁকিতেও পড়ে যাচ্ছে। এ প্রেক্ষাপটে বিসিক শিল্পনগরীতে শিল্প প্লট অব্যবহৃত থাকার প্রকৃত কারণসমূহ নিরূপণ এবং শিল্প প্লটের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

এই বাস্তবতাকে সামনে রেখে বিসিকের পরিকল্পনা ও গবেষণা বিভাগের গবেষণা শাখা কর্তৃক “বিসিক শিল্পনগরীতে বরাদ্দকৃত শিল্প প্লট অব্যবহৃত থাকার কারণ ও শিল্প প্লটের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিতকরণে করণীয়” শীর্ষক গবেষণা কার্যক্রমটি গ্রহণ করা হয়। গবেষণাটি বিসিকের যেসকল শিল্পনগরীতে খালি শিল্প প্লট অথবা রুগ্ন/বন্ধ শিল্প ইউনিটের সংখ্যা বেশি এমন ২০টি শিল্পনগরীর ওপর পরিচালিত হয়েছে। এসকল শিল্পনগরীতে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শিল্পপ্লট বরাদ্দ না হওয়ার কারণ ও বরাদ্দকৃত শিল্প প্লটসমূহ অব্যবহৃত থাকার কারণসমূহ চিহ্নিতকরণ, শিল্প প্লটে স্থাপিত শিল্প ইউনিট রুগ্ন/বন্ধ হওয়ার কারণ অনুসন্ধান, প্লটগুলোর সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করে বিসিক কর্তৃপক্ষ ও উদ্যোক্তাদের করণীয় নির্ধারণ এবং শিল্পপ্লটের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করতে পরিকল্পনা, নীতিমালা ও কৌশল প্রণয়নে সুপারিশ প্রদান করার লক্ষ্যে পরিচালিত হয়েছে।

এই গবেষণায় শিল্প উদ্যোক্তা, শিল্প মালিক এবং সংশ্লিষ্ট বিসিক কর্মকর্তাদের সরাসরি মতামত ও অভিজ্ঞতাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি বিদ্যমান নীতিমালা, সংশ্লিষ্ট আইন, সরকারি প্রতিবেদন এবং পূর্ববর্তী গবেষণা পর্যালোচনার মাধ্যমে বিষয়টির একটি সামগ্রিক ও বাস্তবভিত্তিক চিত্র উপস্থাপনের চেষ্টা করা হয়েছে। এছাড়া, গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য ও বিশ্লেষণের আলোকে শিল্প প্লট ব্যবহারে বিদ্যমান সীমাবদ্ধতা, নীতিগত দুর্বলতা এবং প্রশাসনিক চ্যালেঞ্জগুলো স্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়েছে।

আশা করা যায়, এই গবেষণা প্রতিবেদনে উপস্থাপিত তথ্য, বিশ্লেষণ ও সুপারিশসমূহ বিসিক শিল্পনগরীতে শিল্প প্লটের কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিতকরণে বিসিক, শিল্প উদ্যোক্তা ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের জন্য দিকনির্দেশনা হিসেবে কাজ করবে। একই সঙ্গে দেশের পরিকল্পিত ও টেকসই শিল্পায়ন প্রক্রিয়াকে আরও গতিশীল করতে এই গবেষণা একটি সহায়ক দলিল হিসেবে ভূমিকা রাখবে বলে আমরা বিশ্বাস করি।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

গবেষণা প্রতিবেদনটির মানোন্নয়নে সম্মানিত চেয়ারম্যান মহোদয় তাঁর শত ব্যস্ততার মাঝেও যথাযথ পরামর্শ ও নির্দেশনা প্রদান করেছেন। ফলে গবেষণা কর্মটি সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়েছে। এজন্য তাঁর প্রতি গভীরভাবে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। তাঁর পরামর্শ ও দিকনির্দেশনা ব্যতীত কাজটি সম্পন্ন করা দুরূহ হতো। গবেষণা কর্মটি সম্পাদনে যথাসময়ে প্রয়োজনীয় অর্থ ছাড় দেয়ায় বিসিকের পরিচালনা পর্যদের সম্মানিত পরিচালক (অর্থ) মহোদয়কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

আরও আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি এ গবেষণায় অংশগ্রহণকারী শিল্প মালিক, বিসিকের প্লট বরাদ্দগ্রহীতা এবং সংশ্লিষ্ট জেলার চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ এর প্রতিনিধিদের যারা তাদের মূল্যবান সময় ব্যয় করে তথ্য প্রদান করেছেন।

মাঠ পর্যায় থেকে তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমে এ গবেষণা কার্যক্রমকে ফলপ্রসূ ও সমৃদ্ধ করতে সংশ্লিষ্ট শিল্পনগরী কর্মকর্তাগণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। তাঁদের আন্তরিক সহযোগিতা ও নিষ্ঠার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। একইসঙ্গে, গবেষণা কার্যক্রমের বিভিন্ন পর্যায়ে প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত প্রদান ও সহায়তার মাধ্যমে যারা এ কাজকে এগিয়ে নিতে সহযোগিতা করেছেন, তাঁদের প্রতিও আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

ডা. মোহাম্মদ শাহাদত হোসেন
পরিচালক (পরিকল্পনা ও গবেষণা)
বিসিক, ঢাকা

গবেষণার সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশের টেকসই শিল্পায়ন ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ক্ষুদ্র, কুটির, মাইক্রো ও মাঝারি শিল্প (CMSME) খাতের ভূমিকা অনস্বীকার্য। এই খাতের পরিকল্পিত বিকাশের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন (বিসিক) দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে শিল্পনগরী স্থাপনের মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের অবকাঠামোগত সুবিধা ও শিল্প প্লট বরাদ্দ প্রদান করে আসছে। বিসিক শিল্পনগরীর মাধ্যমে শিল্পায়নের ব্যাপক সুযোগ সৃষ্টি হলেও বাস্তবে দেখা যাচ্ছে যে, অনেকগুলো শিল্পনগরীতে বরাদ্দকৃত শিল্প প্লটের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ দীর্ঘদিন ধরে অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে আছে। এসব অব্যবহৃত শিল্প প্লটের একটি অংশে বরাদ্দ প্রদান করার পর এখনও শিল্প স্থাপিত হয়নি; আর অন্য অংশে স্থাপিত শিল্প ইউনিটসমূহ বর্তমানে রুগ্ন বা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ অবস্থায় রয়েছে। রুগ্ন শিল্প বলতে এমন শিল্পপ্রতিষ্ঠানকে বোঝায় যেটি আর্থিক সমস্যা, ঋণের চাপ, উৎপাদন কমে যাওয়া, বাজার হারানো ইত্যাদি কারণে দুর্বল অবস্থায় আছে, কিন্তু এখনও সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হয়নি। অন্যদিকে, বন্ধ শিল্প বলতে এমন শিল্পপ্রতিষ্ঠানকে বোঝায় যেটির সম্পূর্ণরূপে উৎপাদন ও কার্যক্রম বন্ধ হয়ে গিয়েছে। এ ধরনের পরিস্থিতি শিল্প অবকাঠামোর যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করছে এবং বিসিকের শিল্পায়নের কাজক্ষত লক্ষ্য অর্জনে অন্তরায় সৃষ্টি করছে। এই প্রেক্ষাপটে, শিল্পনগরীর শিল্প প্লট অব্যবহৃত থাকার অন্তর্নিহিত কারণসমূহ উদ্ঘাটন এবং শিল্প প্লটের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিতকরণে কার্যকর ও বাস্তবমুখী সুপারিশ প্রণয়নের লক্ষ্যে গবেষণাটির পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়।

বিসিকের বর্তমান ৮৩টি শিল্পনগরীর মধ্যে যেসব শিল্পনগরীতে খালি শিল্প প্লট অথবা রুগ্ন/বন্ধ শিল্প ইউনিটের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত বেশি এমন ২০টি শিল্পনগরীর ওপর এই গবেষণা কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে। শিল্পনগরীগুলো হলো- ১। বিসিক জামদানি শিল্পনগরী, নারায়ণগঞ্জ ২। বিসিক শিল্পনগরী, কিশোরগঞ্জ ৩। বিসিক শিল্পনগরী, নেত্রকোনা ৪। বিসিক শিল্পনগরী, গোপালগঞ্জ (সম্প্রসারণ) ৫। বিসিক শিল্পনগরী, টঙ্গী, গাজীপুর ৬। বিসিক বৈদ্যুতিক পণ্য উৎপাদন ও হালকা প্রকৌশল শিল্পনগরী, মুন্সিগঞ্জ ৭। বিসিক শিল্পনগরী, কালুরঘাট (সম্প্রসারণ), চট্টগ্রাম ৮। বিসিক শিল্পনগরী, ফৌজদারহাট, চট্টগ্রাম ৯। বিসিক শিল্পনগরী, বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী ১০। বিসিক শিল্পনগরী, চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা ১১। বিসিক শিল্পনগরী, কক্সবাজার ১২। বিসিক শিল্পনগরী, রাঙ্গামাটি ১৩। বিসিক শিল্পনগরী, খাগড়াছড়ি ১৪। বিসিক শিল্পনগরী, শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার ১৫। বিসিক শিল্পনগরী, রাজশাহী ১৬। বিসিক শিল্পনগরী, রাজশাহী-২ ১৭। বিসিক শিল্পনগরী, শিরোমণি, খুলনা ১৮। বিসিক শিল্পনগরী, মেহেরপুর ১৯। বিসিক শিল্পনগরী, বরিশাল এবং ২০। বিসিক শিল্পনগরী, ভোলা। এই ২০টি শিল্পনগরীতে মোট ৩,৮৫৩টি শিল্প প্লট রয়েছে যাদের মধ্যে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে ২,৯৯৩টি প্লট। মোট বরাদ্দকৃত ২,৯৯৩টি শিল্প প্লট ১,৭৯৯টি শিল্প ইউনিটের অনুকূলে বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে; এক্ষেত্রে শিল্পের ধরন ও প্রয়োজন অনুযায়ী কোনো কোনো শিল্প ইউনিটকে একাধিক প্লট বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। বরাদ্দকৃত ১,৭৯৯টি শিল্প ইউনিটের মধ্যে বর্তমানে ১,২৯৮টি (৭২.১৫%) শিল্প ইউনিট উৎপাদনরত রয়েছে; অবশিষ্ট ইউনিটগুলোর মধ্যে ৩২৪টি (১৮.০১%) শিল্প ইউনিটে এখনও শিল্প স্থাপন করা হয়নি এবং ১৭৭টি (৯.৮৪%) শিল্প ইউনিট রুগ্ন/বন্ধ অবস্থায় রয়েছে। এখনও শিল্প স্থাপন না করা শিল্প ইউনিট এবং রুগ্ন/বন্ধ শিল্প ইউনিট- এ দুই শ্রেণি মিলিয়ে মোট ৫০১টি শিল্প ইউনিটের মধ্যে ২৫০টি শিল্প ইউনিটের ওপর গবেষণাটি পরিচালিত হয়েছে।

বর্ণনামূলক জরিপ পদ্ধতি অনুসরণ করে উক্ত ২০টি শিল্পনগরীর ২৫০টি শিল্প ইউনিটের ২৫০ জন উদ্যোক্তার সাক্ষাৎকার গ্রহণ ও ৩০ জন অংশীজনের (কারখানা মালিক, জেলা চেম্বার্স অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ এর প্রতিনিধি, সংশ্লিষ্ট শিল্পনগরী কর্মকর্তা/ জেলা কার্যালয় প্রধান) নিকট থেকে সংগৃহীত প্রাথমিক তথ্য এবং বিসিকের বিভিন্ন নীতিমালা ও বার্ষিক প্রতিবেদন থেকে প্রাপ্ত মাধ্যমিক তথ্যের গুণগত ও সংখ্যাত্মক বিশ্লেষণ করা হয়েছে। জরিপকৃত ২৫০ জন উদ্যোক্তার সকলেই হয় রুগ্ন/বন্ধ শিল্প ইউনিট অথবা প্লট বরাদ্দপ্রাপ্ত হয়েও এখনও শিল্প স্থাপন না করা শিল্প ইউনিটের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। জরিপকৃত উদ্যোক্তাদের শিল্প ইউনিটের বর্তমান অবস্থা বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, এদের মধ্যে ১৩৪ জন (৫৩.৬০%) প্লট বরাদ্দ পাওয়ার পরও এখনও শিল্প ইউনিট স্থাপন করতে সক্ষম হননি এবং অবশিষ্ট ১১৬ জনের (৪৬.৪০%) শিল্প ইউনিট রুগ্ন/বন্ধ অবস্থায় রয়েছে। এই ১১৬টি রুগ্ন/বন্ধ শিল্প ইউনিটের মধ্যে ৩৭.৯৩ শতাংশ রুগ্ন এবং বাকি ৬২.০৭ শতাংশ সম্পূর্ণ বন্ধ অবস্থায় রয়েছে।

গবেষণার ফলাফল বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, জরিপকৃত বিসিক শিল্পনগরীসমূহে শিল্প প্লট অব্যবহৃত থাকার পেছনে বহুমাত্রিক কারণ বিদ্যমান। প্লট বরাদ্দ পাওয়ার পরও শিল্প ইউনিট স্থাপন করেনি এমন ১৩৪ জন উদ্যোক্তার মধ্যে অধিকাংশের (৬৭.১৬%) মতে, তাদের শিল্প স্থাপনের সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধকতা হচ্ছে পর্যাপ্ত মূলধনের অভাব। মূলধন সংগ্রহের জন্য ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে ঋণ না পাওয়াকে গুরুত্বপূর্ণ বাধা হিসেবে উল্লেখ করেছেন ৫৬.৭২% উদ্যোক্তা। এছাড়া, শিল্পনগরীর অবকাঠামোগত সীমাবদ্ধতাকে (রাস্তাঘাট, ড্রেন, কালভার্ট, সীমানা প্রাচীর, গেইট, সড়ক বাতি, সিসিটিভি) ৪৫.৫২% উদ্যোক্তা এবং নিরবচ্ছিন্ন ইউটিলিটি (বিদ্যুৎ, গ্যাস, পানি) সংযোগের অভাবকে ৪৪.০৩% উদ্যোক্তা তাদের শিল্প ইউনিট স্থাপন না করার কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। শিল্প পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষ মানবসম্পদের অভাবকে ৩৪.৩৩% উদ্যোক্তা শিল্প স্থাপনের প্রাথমিক চ্যালেঞ্জ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। অন্যদিকে, শিল্প ইউনিট চালু হওয়ার পর রুগ্ন/বন্ধ হয়ে গেছে এমন ১১৬টি শিল্প ইউনিটের মালিকদের মধ্যে অধিকাংশের (৫৪.৩১%) মতে, কারখানা পরিচালনায় পর্যাপ্ত অর্থ না থাকা বা আর্থিক সমস্যাই তাদের শিল্প ইউনিট রুগ্ন/বন্ধ হওয়ার সবচেয়ে বড় কারণ। এরপরের অন্যতম কারণগুলো হলো- বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় টিকতে না পারা (৩৭.০৭%), স্থানীয় শ্রমবাজারে দক্ষ জনবলের অভাব (৩৩.৬২%), কারখানা পরিচালনায় ব্যবস্থাপনাগত অদক্ষতা (২৬.৭২%) এবং উৎপাদিত পণ্যের চাহিদার ঘাটতি (২৬.৭২%) ইত্যাদি। এছাড়াও, ব্যাংক ঋণ প্রাপ্তিতে অসুবিধা, ঋণ খেলাপী হওয়া, প্লটের আকার ছোট হওয়া, মালিকের মৃত্যুজনিত ওয়ারিশ সমস্যা, শিল্পনগরীর অবকাঠামোগত সমস্যা, জ্বালানী সংকট, নিরবচ্ছিন্ন ইউটিলিটি সংযোগ না থাকা, কারিগরি দক্ষতার অভাব, স্থানীয় শ্রমবাজারে দক্ষ জনবলের অভাব, এবং বৈশ্বিক সংকটসহ (যুদ্ধ, মহামারী, অর্থনৈতিক মন্দা) অন্যান্য কারণগুলোও শিল্প ইউনিট রুগ্ন/বন্ধ হওয়ার পেছনে উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলছে। এভাবে প্লট বরাদ্দ পাওয়ার পরও শিল্প ইউনিট স্থাপন না করায় এবং চালু হওয়ার পর শিল্প ইউনিট রুগ্ন/বন্ধ হয়ে যাওয়ায় শিল্পনগরীগুলো তাদের পূর্ণ সক্ষমতা অনুযায়ী দেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অবদান রাখতে পারছে না এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টির সুযোগ সীমিত হয়ে পড়ছে।

তবে গবেষণায় কিছু কিছু ক্ষেত্রে উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে ইতিবাচক সাড়া পরিলক্ষিত হয়েছে। যেমন, শিল্প ইউনিট স্থাপন না করা উদ্যোক্তাদের ৯৭.৭৬ শতাংশ এখনও তাদের প্লটে শিল্প স্থাপনে আগ্রহী। এছাড়া, মোট ২৫০ জন উদ্যোক্তার মধ্যে ৫৯.২০ শতাংশ নিরবচ্ছিন্ন ইউটিলিটি সেবার বিনিময়ে সার্ভিস চার্জ যৌক্তিক পর্যায়ে বৃদ্ধিতে সম্মত।

গবেষণালব্ধ তথ্য-উপাত্ত এবং উদ্যোক্তাদের মতামতের ভিত্তিতে বিসিক শিল্পনগরীতে বরাদ্দকৃত প্লটসমূহের সর্বোচ্চ ব্যবহার এবং রুগ্ন/বন্ধ শিল্প পুনরুজ্জীবনে নিম্নোক্ত সুপারিশসমূহ বাস্তবায়ন করা যেতে পারে:

(ক) অবকাঠামো ও নিরাপত্তা উন্নয়ন: জরিপে অংশগ্রহণকারী অধিকাংশ উদ্যোক্তাদের দাবি অনুযায়ী, শিল্পনগরীর সার্বিক অবকাঠামো ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সীমানা প্রাচীর নির্মাণ, পর্যাপ্ত সড়ক বাতি স্থাপন এবং সিসিটিভি ক্যামেরার মাধ্যমে ২৪/৭ ডিজিটাল মনিটরিং নিশ্চিত করা যেতে পারে। যেহেতু ২৫০ জন উদ্যোক্তার মধ্যে অধিকাংশ (৫৯.২০%) উদ্যোক্তা নিরবচ্ছিন্ন ইউটিলিটি সংযোগের বিনিময়ে সার্ভিস চার্জ যৌক্তিক বৃদ্ধি করা হলে সেটি দিতেও রাজি, তাই বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানির নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ নিশ্চিত করতে পৃথক শিল্প ফিডার স্থাপন করা যেতে পারে। শিল্পনগরীর অভ্যন্তরে ড্রেনেজ ব্যবস্থা, রাস্তাঘাট ও যোগাযোগ অবকাঠামো নিয়মিত সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বিসিকের বাজেটে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ নিশ্চিত করা যেতে পারে যেন পণ্য পরিবহনে কোনো বিঘ্ন না ঘটে। শিল্প ইউনিটসমূহ থেকে উৎপন্ন তরল ও কঠিন বর্জ্য পরিকল্পিতভাবে সংগ্রহ, ব্যবস্থাপনা ও শোধন করার লক্ষ্যে শিল্পনগরীসমূহে কেন্দ্রীয়/ক্লাস্টার ভিত্তিতে বর্জ্য শোধনাগার ও ডাম্পিং ইয়ার্ড স্থাপনকে অগ্রাধিকার প্রদান করা যেতে পারে। শিল্পনগরী একটি সমন্বিত এলাকা। এখানে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, রাস্তা ও ড্রেন ব্যবহার, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ইত্যাদিতে উদ্যোক্তাদের দায়িত্বশীল আচরণ নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

(খ) আর্থিক ও ঋণ সহায়তা সহজীকরণ: প্লট বরাদ্দ পাওয়ার পরও শিল্প ইউনিট স্থাপন না করা ৬৭.১৬% উদ্যোক্তার মূলধন সংকট দূর করতে সহজ শর্তে ঋণ/ আর্থিক সহায়তা প্রদানের জন্য বিসিক, বাংলাদেশ ব্যাংক ও সরকারি

বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের সমন্বয়ে একটি বিশেষ তহবিল গঠন করা যেতে পারে। রুগ্ন/বন্ধ শিল্প ইউনিটসমূহের মধ্যে ৫৪.৩১% শিল্পের সম্পূর্ণরূপে চালু না হওয়ার প্রধান কারণ আর্থিক সংকট। এসব প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অবস্থা, ঋণের পরিমাণ, উৎপাদন সক্ষমতা ও পুনরায় চালুর সম্ভাবনা যাচাইপূর্বক ব্যাংক ঋণ পুনঃতফসিলীকরণ (Rescheduling) এবং স্বল্প সুদে চলতি মূলধন (Working Capital) প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

(গ) প্রশাসনিক ও নীতিগত সংস্কার: বিসিকের ওয়ান স্টপ সার্ভিস (OSS) এর মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের সকল প্রয়োজনীয় লাইসেন্স, ছাড়পত্র ও অনুমোদন প্রাপ্তি সহজ করতে 'সিঙ্গেল উইন্ডো' সেবা নিশ্চিত করা যেতে পারে। শিল্পনগরীগুলোতে অব্যবহৃত শিল্প প্লটের সংখ্যা কমাতে উদ্যোক্তার প্লট প্রাপ্তির তারিখ হতে পরবর্তী ০৫ (পাঁচ) বছরের মধ্যে হস্তান্তরযোগ্য হবে না- এই সময়সীমা ০৫ (পাঁচ) বছরের পরিবর্তে ০৩ (তিন) বছর নির্ধারণপূর্বক 'বিসিক প্লট বরাদ্দ ও ব্যবস্থাপনা নীতিমালা-২০২৩'-এর ১৩(০৩) অনুচ্ছেদটি সংশোধন করা যেতে পারে। এছাড়া, বিসিক হতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অতি ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের শিল্পনগরীতে ছোট আকারের প্লট বরাদ্দে অগ্রাধিকার প্রদানের বিষয়টি 'বিসিক প্লট বরাদ্দ ও ব্যবস্থাপনা নীতিমালা-২০২৩'-এ অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। প্লট বরাদ্দপত্রে ধার্যকৃত সময়ের মধ্যে শিল্প স্থাপনের শর্তটি (যা ৭৮% উদ্যোক্তা জানেন) কঠোরভাবে পালন নিশ্চিত করা যেতে পারে। তবে কাজ শুরু করতে না পারার যৌক্তিক কারণ (যেমন ইউটিলিটি সংযোগের অভাব) থাকলে তা দ্রুত সমাধানে উদ্যোক্তাকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করা যেতে পারে। মামলাধীন শিল্প প্লটসমূহের মামলা দ্রুত ও কার্যকরভাবে নিষ্পত্তি করার লক্ষ্যে বিসিকের সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ে আইন কর্মকর্তা পদায়ন করা যেতে পারে।

(ঘ) মানবসম্পদ ও বাজার উন্নয়ন: ৩৩.৬২% রুগ্ন/বন্ধ শিল্পের দক্ষ জনবল সংকট মেটাতে শিল্পনগরীগুলোতে হাতে-কলমে প্রশিক্ষণের জন্য বিসিকের দক্ষতা উন্নয়ন কেন্দ্রসমূহে চাহিদাভিত্তিক প্রশিক্ষণ কোর্স চালু করা যেতে পারে। এছাড়া, এই উদ্দেশ্য পূরণে কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহের (টিটিসি) সাথে যৌথ উদ্যোগে ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা যেতে পারে। বিসিক শিল্পনগরীর উৎপাদিত পণ্যের রপ্তানি বৃদ্ধি ও স্থানীয় বাজারে প্রচারের জন্য বিসিকের বিদ্যমান 'বিসিক মেলা' আয়োজন এবং অনলাইন বিক্রয় বৃদ্ধির জন্য ডিজিটাল মার্কেটিং প্ল্যাটফর্মে বিসিকের সেবা আরও সুসংহত ও কার্যকর করণে উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে। নারী উদ্যোক্তাদের শিল্প খাতে অংশগ্রহণ উৎসাহিত করতে বিসিক শিল্পনগরীর প্লট বরাদ্দে ১০% কোটা সংরক্ষণের বিষয়টি আরও ব্যাপকভাবে প্রচার করা যেতে পারে।

(ঙ) প্রাতিষ্ঠানিক সমন্বয় ও মনিটরিং: শিল্প স্থাপনে প্রয়োজনীয় লাইসেন্স ও অনুমোদন প্রাপ্তিতে অন্যান্য সরকারি দপ্তরের যে প্রশাসনিক জটিলতা (২৬.১২%) রয়েছে, তা নিরসনে শিল্প মন্ত্রণালয়, জ্বালানি মন্ত্রণালয় এবং স্থানীয় প্রশাসনের সমন্বয়ে সমস্যাগুলি চিহ্নিত করে নিয়মিত তদারকির জন্য টাস্ক ফোর্স গঠন করা যেতে পারে। শিল্পনগরীস্থ শিল্প ইউনিটসমূহকে লিজ ডিড রেজিস্ট্রেশন ও হোল্ডিং ট্যাক্স বাবদ বিসিকের ফি প্রদানের পাশাপাশি একই বিষয়ে সরকারকেও যাতে ট্যাক্স প্রদান করতে না হয়, সে লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় নীতিগত ও প্রশাসনিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে। শিল্পনগরীর প্রতিটি প্লটের হালনাগাদ অবস্থা (নির্মাণাধীন/উৎপাদনে/বন্ধ) পর্যবেক্ষণের জন্য জিআইএস (GIS) ভিত্তিক ড্যাশবোর্ড চালু করা যেতে পারে। শিল্পনগরীতে প্লট বরাদ্দ দেওয়ার পূর্বেই উদ্যোক্তাদের আর্থিক সক্ষমতা ভালোভাবে যাচাই করা প্রয়োজন যাতে বরাদ্দকৃত প্লটে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শিল্প ইউনিট স্থাপন ও উৎপাদন কার্যক্রম চালুর বিষয়টি নিশ্চিত করা যায়। পাশাপাশি, উদ্যোক্তাদের প্লট বরাদ্দ দেওয়ার পর থেকে পরবর্তী প্রতিটি ধাপে বিসিকের শক্তিশালী মনিটরিং ব্যবস্থা চালু করা প্রয়োজন যাতে উদ্যোক্তাদের সমস্যা দ্রুত চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা যায়। এছাড়া, বিসিকের কর্মকর্তা এবং শিল্পনগরীর উদ্যোক্তাদের মধ্যে নিয়মিত যোগাযোগ ও সমন্বয় বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। এতে শিল্পনগরীর সামগ্রিক কার্যক্রম আরও কার্যকর ও গতিশীল করা সম্ভব হবে।

গবেষণায় উপস্থাপিত এই সুপারিশসমূহ যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হলে বিসিক শিল্পনগরীগুলো দেশের টেকসই ও অন্তর্ভুক্তিমূলক শিল্পায়নের একটি শক্ত ভিত্তি হিসেবে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হবে।

সূচিপত্র

মুখবন্ধ.....	ii
কৃতজ্ঞতা স্বীকার	iii
গবেষণার সারসংক্ষেপ	iv
১.০. ভূমিকা	১
২.১. গবেষণা পদ্ধতি	৩
২.১.১ গবেষণার উদ্দেশ্য.....	৩
২.১.২. গবেষণা পদ্ধতি.....	৩
২.১.৩. গবেষণার এলাকা.....	৩
২.১.৪. তথ্যের উৎস.....	৩
২.১.৫. তথ্য সংগ্রহের সরঞ্জাম ও কৌশল.....	৩
২.১.৬. তথ্য-উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণ কৌশল ও বিশ্লেষণ.....	৪
৩.১. সাধারণ তথ্য	৫
৩.১.১ উদ্যোক্তার লিঙ্গ.....	৫
৩.১.২ উদ্যোক্তার শিক্ষাগত যোগ্যতা	৫
৩.১.৩ প্রতিষ্ঠানের মালিকানার ধরন.....	৬
৩.১.৪ বরাদ্দপ্রাপ্ত শিল্প প্লটের আয়তন	৬
৩.১.৫ শিল্প ইউনিটের লিজ ডিড সম্পন্ন হয়েছে কি না	৭
৩.১.৬ বরাদ্দকৃত শিল্প প্লটে শিল্প ইউনিট স্থাপিত হয়েছে কি না	৭
৩.১.৭ রুগ্ন ও বন্ধ শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা.....	৭
৩.১.৮ শিল্প প্লটের আয়তনভিত্তিক রুগ্ন/বন্ধ শিল্প ও খালি শিল্প ইউনিট সংখ্যাঃ	৮
৩.১.৯ শিল্পখাতের ধরন	৯
৩.১.১০ পণ্যের বাজার	৯
৩.১.১১ জনবল	১০
৩.১.১২ যেসকল প্রতিষ্ঠান শিল্প স্থাপন করেনি তাদের লে-আউট প্ল্যান অনুমোদিত কি না	১০
৪.০. শিল্প প্লট অব্যবহৃত থাকার কারণ বিশ্লেষণ	১১
৪.১. প্লট বরাদ্দ পেলেও শিল্প ইউনিট স্থাপন করেনি এমন উদ্যোক্তার জন্য প্রযোজ্য তথ্যাবলি.....	১১
৪.১.১ শিল্পনগরীটি উপযুক্ত স্থানে স্থাপিত হয়েছে কি না	১১
৪.১.২ শিল্পের কাঁচামাল আমদানি নির্ভর কি না	১১
৪.১.৩ আমদানি নির্ভর শিল্পে কাঁচামাল আমদানিতে প্রতিবন্ধকতা আছে কি না	১২
৪.১.৪ শিল্প ইউনিট স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় লাইসেন্স/নিবন্ধন পেতে কোনো সমস্যা হয়েছে কি না.....	১২
৪.১.৫ শিল্প ইউনিট স্থাপনে অন্যান্য সরকারি দপ্তরে কোনো প্রশাসনিক জটিলতার সম্মুখীন হতে হয় কি না	১৩
৪.১.৬ শিল্প ইউনিট স্থাপনে বিসিকের পক্ষ থেকে কোনো প্রশাসনিক জটিলতার সম্মুখীন হতে হয়েছে কি না	১৩
৪.১.৭ প্লট বরাদ্দ পাওয়ার পরও শিল্প ইউনিট স্থাপন না করার পেছনে কী কী কারণ রয়েছে.....	১৩
৪.১.৮ বিসিক থেকে প্রদেয় সেবা প্রাপ্তিতে কোনো অসুবিধা হয় কি না	১৫
৪.১.৯ বরাদ্দপ্রাপ্ত প্লটে শিল্প স্থাপনের পরিকল্পনা রয়েছে কি না	১৬
৪.১.১০ বরাদ্দপ্রাপ্ত প্লটে কবে শিল্প স্থাপনের পরিকল্পনা রয়েছে	১৬
৪.১.১১ বরাদ্দকৃত শিল্প প্লট হস্তান্তরের সুযোগ প্রদান করলে গ্রহণ করবেন কি না.....	১৬
৪.২. রুগ্ন/বন্ধ শিল্প ইউনিটের জন্য প্রযোজ্য তথ্যাবলি.....	১৭
৪.২.১ শিল্প ইউনিট স্থাপনের পর সেটি রুগ্ন/বন্ধ হওয়ার পেছনে কী কী কারণ রয়েছে	১৭
৪.২.২ শিল্প ইউনিটের কার্যক্রম পুনরায় চালুর/পূর্ণাঙ্গভাবে চালুর সম্ভাবনা আছে কি না	২০
৫.০. শিল্প প্লটের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিতকরণে করণীয়	২১
৫.১. প্লটের সর্বোচ্চ ব্যবহার করতে/ পুনরায় শিল্প চালু করতে কাঙ্ক্ষিত সহায়তা	২১
৫.২. নিরবচ্ছিন্ন ইউটিলিটি সার্ভিস পেতে সার্ভিস চার্জ যৌক্তিক বৃদ্ধি করা হলে দিতে আগ্রহী কি না	২২

৫.৩.	প্লট বরাদ্দপত্রে ধার্যকৃত সময়ের মধ্যে কারখানা স্থাপন না করলে বরাদ্দ বাতিল হয়ে যায়, এ সম্পর্কে ধারণা আছে কিনা.	২৩
৬.০.	Key Informant Interview (KII) প্রতিবেদন.....	২৪
৬.১.	শিল্পনগরীতে বিদ্যমান প্রধান সমস্যাসমূহ:.....	২৪
৬.২.	প্লট বরাদ্দ পাওয়ার পরও শিল্প ইউনিট স্থাপন না করার কারণসমূহ:	২৬
৬.৩.	শিল্প ইউনিট স্থাপনের পর সেটি রুগ্ন বা বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণসমূহ:.....	২৮
৭.০.	সুপারিশ ও উপসংহার.....	৩০
৭.১.	সুপারিশমালা	৩০
৭.২.	উপসংহার.....	৩২
	গ্রন্থপুঞ্জ.....	৩৩
	পরিশিষ্ট: গবেষণার তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রণীত প্রশ্নপত্র.....	৩৪

চাট তালিকা

চাট-১:	উদ্যোক্তার লিঙ্গ	৫
চাট-২:	উদ্যোক্তার শিক্ষাগত যোগ্যতা	৫
চাট-৩:	প্রতিষ্ঠানের মালিকানার ধরন	৬
চাট-৪:	বরাদ্দপ্রাপ্ত শিল্প প্লটের আয়তন	৬
চাট-৫:	শিল্প ইউনিটের লিজ ডিড সম্পন্ন হয়েছে কি না	৭
চাট-৬:	বরাদ্দকৃত শিল্প প্লটে শিল্প ইউনিট স্থাপিত হয়েছে কি না	৭
চাট-৭:	রুগ্ন/বন্ধ প্রতিষ্ঠানের বর্তমান অবস্থা	৮
চাট-৮:	শিল্প প্লটের আয়তনভিত্তিক রুগ্ন/বন্ধ শিল্প ও খালি শিল্প ইউনিট সংখ্যা.....	৮
চাট-৯:	শিল্পখাতের ধরন.....	৯
চাট-১০:	পণ্যের বাজার	১০
চাট-১১:	জনবল.....	১০
চাট-১২:	যেসকল প্রতিষ্ঠান শিল্প স্থাপন করেনি তাদের লে-আউট প্ল্যান অনুমোদিত কি না	১০
চাট-১৩:	শিল্পনগরীটি উপযুক্ত স্থানে স্থাপিত হয়েছে কি না	১১
চাট-১৪:	শিল্পের কাঁচামাল আমদানি নির্ভর কি না	১১
চাট-১৫:	কাঁচামাল আমদানিতে প্রতিবন্ধকতা আছে কি না	১২
চাট-১৬:	প্রয়োজনীয় লাইসেন্স/নিবন্ধন পেতে কোনো সমস্যা হয়েছে কি না.....	১২
চাট-১৭:	অন্যান্য সরকারি দপ্তরে কোনো প্রশাসনিক জটিলতার সম্মুখীন হতে হয় কি না	১৩
চাট-১৮:	বিসিকের পক্ষ থেকে কোনো প্রশাসনিক জটিলতার সম্মুখীন হতে হয়েছে কি না	১৩
চাট-১৯:	প্লট বরাদ্দ পাওয়ার শিল্প ইউনিট স্থাপন না করার পেছনে কী কী কারণ রয়েছে	১৫
চাট-২০:	বিসিক থেকে প্রদেয় সেবা প্রাপ্তিতে কোনো অসুবিধা হয় কি না	১৫
চাট-২১:	বরাদ্দপ্রাপ্ত প্লটে শিল্প স্থাপনের পরিকল্পনা রয়েছে কি না.....	১৬
চাট-২২:	বরাদ্দপ্রাপ্ত প্লটে কবে শিল্প স্থাপনের পরিকল্পনা রয়েছে	১৬
চাট-২৩:	বরাদ্দকৃত শিল্প প্লট হস্তান্তরের সুযোগ প্রদান করলে গ্রহণ করবেন কি না	১৭
চাট-২৪:	রুগ্ন/বন্ধ হওয়ার পেছনে কী কী কারণ রয়েছে.....	১৯
চাট-২৫:	শিল্প ইউনিটের কার্যক্রম পুনরায় চালুর/পূর্ণাঙ্গভাবে চালুর সম্ভাবনা আছে কি না	২০
চাট-২৬:	কী কী সহায়তা পেলে প্লট ব্যবহার করতে/ পুনরায় শিল্প চালু করতে পারবেন.....	২২
চাট-২৭:	নিরবচ্ছিন্ন ইউটিলিটি সার্ভিস পেতে অতিরিক্ত সার্ভিস চার্জ দিতে আগ্রহী কি না	২২
চাট-২৮:	প্লট বরাদ্দপত্রে ধার্যকৃত সময়ের মধ্যে কারখানা স্থাপন না করলে বরাদ্দ বাতিল হয়ে যায়, এ সম্পর্কে ধারণা আছে কিনা	২৩

সারণি তালিকা

সারণি-১: উদ্যোক্তার লিঙ্গা.....	৫
সারণি-২: উদ্যোক্তার শিক্ষাগত যোগ্যতা.....	৫
সারণি-৩: প্রতিষ্ঠানের মালিকানার ধরন.....	৬
সারণি-৪: বরাদ্দপ্রাপ্ত শিল্প প্লটের আয়তন.....	৬
সারণি-৫: শিল্প ইউনিটের লিজ ডিড সম্পন্ন হয়েছে কি না.....	৭
সারণি-৬: বরাদ্দকৃত শিল্প প্লটে শিল্প ইউনিট স্থাপিত হয়েছে কি না.....	৭
সারণি-৭: রুগ্ন/বন্ধ প্রতিষ্ঠানের বর্তমান অবস্থা.....	৮
সারণি-৮: শিল্প প্লটের আয়তনভিত্তিক রুগ্ন/বন্ধ শিল্প ও খালি শিল্প ইউনিট সংখ্যা.....	৮
সারণি-৯: শিল্পখাতের ধরন.....	৯
সারণি-১০: পণ্যের বাজার.....	১০
সারণি-১১: জনবল.....	১০
সারণি-১২: যেসকল প্রতিষ্ঠান শিল্প স্থাপন করেনি তাদের লে-আউট প্ল্যান অনুমোদিত কি না.....	১০
সারণি-১৩: শিল্পনগরীটি উপযুক্ত স্থানে স্থাপিত হয়েছে কি না.....	১১
সারণি-১৪: শিল্পের কাঁচামাল আমদানি নির্ভর কি না.....	১১
সারণি-১৫: কাঁচামাল আমদানিতে প্রতিবন্ধকতা আছে কি না.....	১২
সারণি-১৬: প্রয়োজনীয় লাইসেন্স/নিবন্ধন পেতে কোনো সমস্যা হয়েছে কি না.....	১২
সারণি-১৭: অন্যান্য সরকারি দপ্তরে কোনো প্রশাসনিক জটিলতার সম্মুখীন হতে হয় কি না.....	১৩
সারণি-১৮: বিসিকের পক্ষ থেকে কোনো প্রশাসনিক জটিলতার সম্মুখীন হতে হয়েছে কি না.....	১৩
সারণি-১৯: প্লট বরাদ্দ পাওয়ার শিল্প ইউনিট স্থাপন না করার পেছনে কী কী কারণ রয়েছে.....	১৪
সারণি-২০: বিসিক থেকে প্রদেয় সেবা প্রাপ্তিতে কোনো অসুবিধা হয় কি না.....	১৫
সারণি-২১: বরাদ্দপ্রাপ্ত প্লটে শিল্প স্থাপনের পরিকল্পনা রয়েছে কি না.....	১৬
সারণি-২২: বরাদ্দপ্রাপ্ত প্লটে কবে শিল্প স্থাপনের পরিকল্পনা রয়েছে.....	১৬
সারণি-২৩: বরাদ্দকৃত শিল্প প্লট হস্তান্তরের সুযোগ প্রদান করলে গ্রহণ করবেন কি না.....	১৭
সারণি-২৪: রুগ্ন/বন্ধ হওয়ার পেছনে কী কী কারণ রয়েছে.....	১৭
সারণি-২৫: শিল্প ইউনিটের কার্যক্রম পুনরায় চালুর/পূর্ণাঙ্গভাবে চালুর সম্ভাবনা আছে কি না.....	২০
সারণি-২৬: কী কী সহায়তা পেলে প্লট ব্যবহার করতে/ পুনরায় শিল্প চালু করতে পারবেন.....	২১
সারণি-২৭: নিরবচ্ছিন্ন ইউটিলিটি সার্ভিস পেতে অতিরিক্ত সার্ভিস চার্জ দিতে আগ্রহী কি না.....	২২
সারণি-২৮: প্লট বরাদ্দপত্রে ধার্যকৃত সময়ের মধ্যে কারখানা স্থাপন না করলে বরাদ্দ বাতিল হয়ে যায়, এ সম্পর্কে ধারণা আছে কি না.....	২৩

প্রথম অধ্যায়

১.০. ভূমিকা

শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন (বিসিক) দেশের কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের (সিএমএসএমই) উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে নিয়োজিত সরকারি খাতের মুখ্য পোষক প্রতিষ্ঠান। ১৯৫৭ সালে সংসদীয় আইনের মাধ্যমে বিসিকের জন্ম হয়। বিসিকের অন্যতম মূল উদ্দেশ্য হলো- শিল্পোদ্যোক্তা সৃষ্টি ও তাদের উন্নয়নের মাধ্যমে দেশের দারিদ্র্য বিমোচন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন, আমদানি নির্ভরতা হ্রাস, সামাজিক ও অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা আনয়ন। বিসিকের মাধ্যমেই মূলত এ দেশে শিল্পায়নের ভিত্তি স্থাপিত হয়। বিসিক নতুন উদ্যোক্তা অন্বেষণ, উদ্যোক্তা সৃষ্টি, শিল্প নিবন্ধন প্রদান, প্রশিক্ষণ প্রদান, ঋণ সহায়তা, শিল্পনগরীতে প্লট বরাদ্দ প্রদান, উদ্যোক্তাদের উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাতকরণে সহায়তা প্রদানসহ বিভিন্নমুখী কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। ইতোমধ্যে বিসিকের পৃষ্ঠপোষকতায় যে সকল শিল্প ক্ষুদ্র থেকে বৃহৎ শিল্পে পরিণত হয়েছে তাদের মধ্যে স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস, বিআরবি ক্যাবলস, হ্যামকো ব্যাটারিজ, আলীম ইন্ডাস্ট্রিজ, গ্লোব ফার্মাসিউটিক্যালস, প্রাণ-আরএফএল ইত্যাদি অন্যতম। এভাবেই শিল্প খাতের বিকাশের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের পাশাপাশি ‘জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা-২০৩০’ অর্জনে বিসিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে।

বিসিক উদ্যোক্তাদের অবকাঠামোগত সুবিধাসহ শিল্প স্থাপনের ক্ষেত্রে সহায়ক নানা সুবিধা দিয়ে থাকে। উদ্যোক্তাদের অবকাঠামোগত উন্নয়নের মাধ্যমে শিল্প কারখানা স্থাপনে সহায়তা করার লক্ষ্যে বিসিক ১৯৬০ সালে শিল্পনগরী স্থাপনের কার্যক্রম শুরু করে। এর ফলে উদ্যোক্তাগণ অবকাঠামোগত সুবিধা প্রাপ্তির মাধ্যমে সহজেই শিল্প স্থাপনের সুযোগ পেয়ে থাকেন। কাজেই বিসিকের মাধ্যমেই দেশে পরিকল্পিত শিল্পনগরী স্থাপিত হয়। দেশের অর্থনীতিতে বিসিক শিল্পনগরীর অবদান অনেক। বিসিকের শিল্পনগরীসমূহে অদ্যাবধি প্রায় ৮.৪০ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে (জানুয়ারি, ২০২৬ পর্যন্ত)।^১ ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে বিসিকের শিল্পনগরীসমূহ থেকে সরকারকে প্রদত্ত রাজস্বের পরিমাণ ৪,৪২৫ কোটি টাকা।^২ এছাড়া ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে বিসিকের রপ্তানিমুখী ৮৭৭টি শিল্প ইউনিট থেকে মোট ৩০,৯৪৭ কোটি টাকার পণ্য রপ্তানি হয়েছে, যা দেশের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছে।^৩ শিল্পনগরীসমূহে অদ্যাবধি মোট বিনিয়োগের পরিমাণ ৫৮,০৫৫ কোটি টাকায় পৌঁছেছে, যা দেশের শিল্পখাতের বিকাশ ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে আরও বেগবান করছে।^৪

বিসিক এ পর্যন্ত দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ৮৩টি শিল্পনগরী স্থাপন করেছে এবং আরও ৭টি শিল্পনগরী নির্মাণাধীন রয়েছে। শিল্পনগরীর মোট জমির পরিমাণ ২০৭৮.০৯ একর (১০ একর হতে সর্বোচ্চ ৫০০ একর পর্যন্ত)। এসব শিল্পনগরীতে মোট ১৩,১৫৬ টি প্লট রয়েছে যার মধ্যে ১১,৬১৫ টি প্লট বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। ফলে, মোট অবরাদ্দকৃত প্লটের সংখ্যা ১,৫৪১ টি। এদিকে, বরাদ্দকৃত প্লটসমূহে মোট শিল্প ইউনিট স্থাপিত হয়েছে ৬,৩৭৯টি। এদের মধ্যে উৎপাদনরত শিল্প ইউনিটের সংখ্যা ৪,৮৫৯ টি, বাস্তবায়নাধীন শিল্প ইউনিটের সংখ্যা ১,২৪০ টি এবং রুগ্ন/বন্ধ শিল্প ইউনিটের সংখ্যা ৩২০ টি। তাহলে দেখা যাচ্ছে, বিসিক শিল্পনগরীর মোট প্লটসমূহের মধ্যে ১১.৭১ শতাংশ প্লট এখনও বরাদ্দ দেয়া হয়নি। এছাড়া, প্লটসমূহে স্থাপিত শিল্প ইউনিটের মধ্যে বাস্তবায়নাধীন শিল্প ইউনিট ১৯.৪৪ শতাংশ এবং রুগ্ন/বন্ধ শিল্প ইউনিট ৫.০২ শতাংশ। বর্তমানে রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি, বরিশাল, ভোলা, মেহেরপুর, কিশোরগঞ্জ, নেত্রকোনা, মৌলভীবাজার, গোপালগঞ্জ, নোয়াখালী, রাজশাহী জেলার শিল্পনগরীসমূহে অব্যবহৃত শিল্প প্লটের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে বেশি।

১ বিসিক বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২৪-২৫

২ বিসিক বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২৪-২৫

৩ বিসিক বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২৪-২৫

৪ বিসিক বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২৪-২৫

বরাদ্দকৃত শিল্প প্লট দীর্ঘদিন ধরে অব্যবহৃত অবস্থায় থাকা বিসিক শিল্পনগরীসমূহের একটি প্রধান সমস্যা। শিল্প প্লট অব্যবহৃত থাকার কারণে সেখানে নতুন শিল্প স্থাপিত হচ্ছে না, যা অর্থনীতির প্রবৃদ্ধিকে বাধাগ্রস্ত করছে এবং সরকার বিপুল পরিমাণে রাজস্ব থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। শিল্প স্থাপিত না হওয়ায় নতুন করে কর্মসংস্থান সৃষ্টি হচ্ছে না, যা আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে প্রতিবন্ধক। এছাড়া, শিল্প প্লট দীর্ঘদিন অব্যবহৃত অবস্থায় থাকলে সেগুলো বেদখল বা অবৈধ দখলের ঝুঁকিতে পড়ে। সুতরাং দেশের শিল্প, কর্মসংস্থান এবং অর্থনীতিতে ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে বিসিকের শিল্পনগরীতে বিদ্যমান অব্যবহৃত প্লটসমূহ সঠিকভাবে বরাদ্দ দেয়া এবং সেগুলোর সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

বিসিকের বরাদ্দকৃত শিল্প প্লটসমূহের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করার মাধ্যমে জাতীয় অর্থনীতিতে বিসিক শিল্পনগরীসমূহের অবদান আরও বৃদ্ধি পাবে। সুতরাং বিসিকের শিল্পনগরীসমূহে শিল্প প্লট অব্যবহৃত থাকার কারণ অনুসন্ধান এবং শিল্প প্লটের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করণীয়সমূহ খুঁজে বের করা অতীব জরুরি। সে লক্ষ্যে বিসিকের যেসকল শিল্পনগরীতে খালি শিল্প প্লট অথবা রুগ্ন/বন্ধ শিল্প ইউনিটের সংখ্যা বেশি এমন ২০টি শিল্পনগরীর ওপর “বিসিক শিল্পনগরীতে বরাদ্দকৃত শিল্প প্লট অব্যবহৃত থাকার কারণ ও শিল্প প্লটের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিতকরণে করণীয়” শীর্ষক গবেষণা কর্মের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

২.১. গবেষণা পদ্ধতি

২.১.১. গবেষণার উদ্দেশ্য

এই গবেষণা কার্যক্রম ০১টি সাধারণ উদ্দেশ্য এবং এই উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য ০৪টি সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করে পরিচালিত হয়।

(ক) সাধারণ উদ্দেশ্য

বিসিক শিল্পনগরীতে বরাদ্দকৃত শিল্প প্লট অব্যবহৃত থাকার কারণ অনুসন্ধান।

(খ) সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যাবলি

উপর্যুক্ত সাধারণ উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য নিম্নোক্ত সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ অর্জন করা হয়-

১. শিল্প প্লটসমূহ বরাদ্দ না হওয়া এবং বরাদ্দকৃত শিল্প প্লটগুলো অব্যবহৃত থাকার কারণসমূহ চিহ্নিত করা;
২. শিল্প প্লটে স্থাপিত শিল্প ইউনিট রুগ্ন/বন্ধ হওয়ার কারণ অনুসন্ধান;
৩. প্লটগুলোর সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিতে বিসিক কর্তৃপক্ষ ও উদ্যোক্তাদের করণীয় নির্ধারণ; এবং
৪. প্লটগুলোর সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করতে পরিকল্পনা, নীতিমালা ও কৌশল প্রণয়নে সুপারিশ প্রদান।

২.১.২. গবেষণা পদ্ধতি

এই গবেষণা কর্মটি বর্ণনামূলক জরিপ পদ্ধতিতে পরিচালিত হয়েছে। এটি সম্পাদনের জন্য প্রাথমিক ও মাধ্যমিক উভয় সূত্র থেকে প্রয়োজনীয় তথ্যাবলি সংগ্রহ করে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করে গবেষণা কার্যটি সম্পাদন করা হয়েছে।

২.১.৩. গবেষণার এলাকা

এই গবেষণা কর্মটি সারা দেশে বিসিকের ৮৩টি শিল্পনগরীর মধ্যে যেসব শিল্পনগরীতে খালি শিল্প প্লট অথবা রুগ্ন/বন্ধ শিল্প ইউনিটের সংখ্যা বেশি এমন ২০টি শিল্পনগরীর ওপর পরিচালিত হয়েছে।

২.১.৪. তথ্যের উৎস

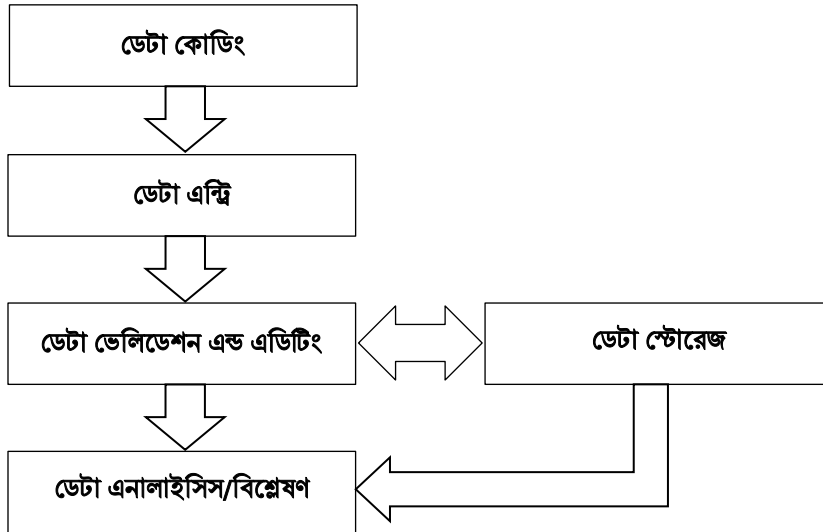
এই গবেষণার তথ্য সংগ্রহের প্রাথমিক উৎস হিসেবে গবেষণার আওতাধীন বিসিকের ২০টি শিল্পনগরীর ২৫০ জন উদ্যোক্তার বর্ণনামূলক জরিপ এবং ৩০ জন অংশীজনের (কারখানা মালিক সমিতির সদস্য, জেলা চেম্বার্স অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ এর প্রতিনিধি, সংশ্লিষ্ট শিল্পনগরী কর্মকর্তা/জেলা কার্যালয় প্রধান) সাক্ষাৎকার গ্রহণ (Key Informant Interview (KII)) এর মাধ্যমে প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। মাধ্যমিক উৎস হিসেবে বিভিন্ন রিপোর্ট, গবেষণা প্রতিবেদন, জার্নাল, নিবন্ধ, সংবাদপত্র থেকে তথ্য সংগ্রহ করে গবেষণা কার্যটি সম্পাদন করা হয়েছে।

২.১.৫. তথ্য সংগ্রহের সরঞ্জাম ও কৌশল

বর্ণনামূলক জরিপ পদ্ধতি অনুসরণ করে এই গবেষণার নমুনায় অন্তর্ভুক্ত উত্তরদাতাদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। জরিপের জন্য একটি প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করা হয়েছে যেখানে ওপেন এন্ডেড ও ক্লোজ এন্ডেড উভয় ধরনের প্রশ্ন সন্নিবেশিত ছিল। সাক্ষাৎকারের (KII) মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহের জন্য একটি চেকলিস্ট ব্যবহার করা হয়েছে।

২.১.৬. তথ্য-উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণ কৌশল ও বিশ্লেষণ

এই গবেষণা সম্পাদনের জন্য প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণের জন্য সংখ্যাত্মক ও গুণাত্মক উভয় পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। এছাড়া সংগৃহীত উপাত্ত কম্পিউটার প্রোগ্রামের সাহায্যে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা হয়। তথ্য বিশ্লেষণ প্রক্রিয়া নিচে ফ্লো চার্ট আকারে উপস্থাপন করা হলো-



তৃতীয় অধ্যায়

৩.১. সাধারণ তথ্য

৩.১.১ উদ্যোক্তার লিঙ্গ

গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য হতে দেখা যায় যে, ২০টি শিল্পনগরীর মোট ২৫০ জন উদ্যোক্তার মধ্যে ৯৩.২০ শতাংশই পুরুষ; অপরদিকে নারী উদ্যোক্তার সংখ্যা মোট অংশগ্রহণকারীর মাত্র ৬.৮০ শতাংশ। সুতরাং বলা যায়, বিসিক হতে শিল্প প্লট বরাদ্দ নেওয়ার ক্ষেত্রে নারীদের তুলনায় পুরুষ উদ্যোক্তার সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি। উল্লেখ্য, নারী উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করতে বিসিক শিল্পনগরীর প্লট বরাদ্দ নীতিমালায় ১০ শতাংশ কোটা সংরক্ষণের বিধান রয়েছে।

সারণি-১: উদ্যোক্তার লিঙ্গ

লিঙ্গ	সংখ্যা	শতকরা হার
পুরুষ	২৩৩	৯৩.২০%
মহিলা	১৭	৬.৮০%
মোট	২৫০	১০০%

চার্ট-১: উদ্যোক্তার লিঙ্গ



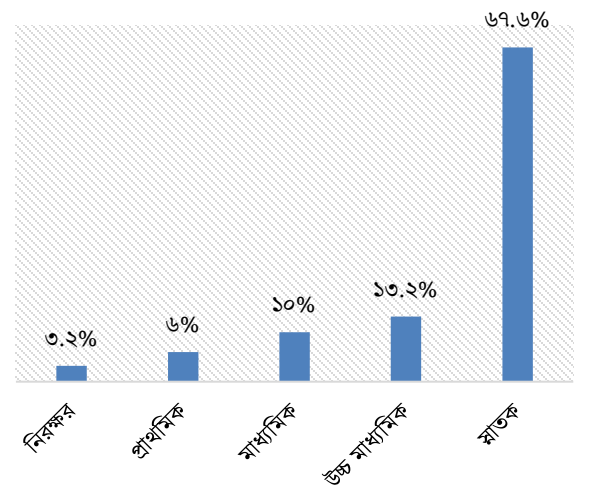
৩.১.২ উদ্যোক্তার শিক্ষাগত যোগ্যতা

উদ্যোক্তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, গবেষণায় অংশগ্রহণকারী উদ্যোক্তাদের মধ্যে স্নাতক ডিগ্রিধারী সর্বাধিক। মোট ২৫০ জন উদ্যোক্তার মধ্যে ১৬৯ জন, অর্থাৎ ৬৭.৬০ শতাংশ স্নাতক ডিগ্রিধারী। এছাড়া উচ্চ মাধ্যমিক পাস ৩৩ জন (১৩.২০%), মাধ্যমিক পাস ২৫ জন (১০%), প্রাথমিক শিক্ষাপ্রাপ্ত ১৫ জন (৬%) এবং স্বশিক্ষিত/নিরক্ষর উদ্যোক্তার সংখ্যা মাত্র ৮ জন (৩.২০%)। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, বিসিক শিল্পনগরীতে প্লট নেয়ার ক্ষেত্রে উচ্চ শিক্ষিত উদ্যোক্তার অংশগ্রহণের হার তুলনামূলকভাবে বেশি।

সারণি-২: উদ্যোক্তার শিক্ষাগত যোগ্যতা

শিক্ষাগত যোগ্যতা	সংখ্যা	শতকরা হার
নিরক্ষর	৮	৩.২০%
প্রাথমিক	১৫	৬.০০%
মাধ্যমিক	২৫	১০.০০%
উচ্চ মাধ্যমিক	৩৩	১৩.২০%
স্নাতক	১৬৯	৬৭.৬০%
মোট	২৫০	১০০%

চার্ট-২: উদ্যোক্তার শিক্ষাগত যোগ্যতা



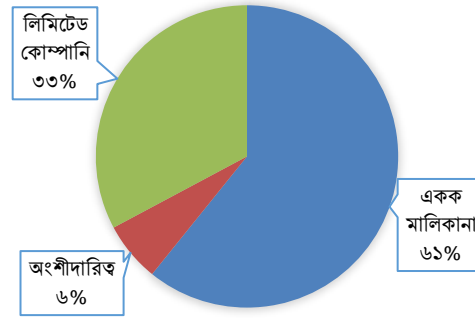
৩.১.৩ প্রতিষ্ঠানের মালিকানার ধরন

গবেষণায় জরিপকৃত ২৫০টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ১৫২টি, অর্থাৎ ৬০.৮০ শতাংশ একক মালিকানা ভিত্তিক। অপরদিকে ১৬টি প্রতিষ্ঠান (৬.৪০%) অংশীদারি কোম্পানি এবং ৮২টি প্রতিষ্ঠান (৩২.৮০%) লিমিটেড কোম্পানি হিসেবে পরিচালিত হচ্ছে। তাহলে দেখা যাচ্ছে, শিল্পনগরীতে রুগ্ন/বন্ধ ও খালি শিল্প ইউনিটের মধ্যে একক মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান সর্বাধিক।

সারণি-৩: প্রতিষ্ঠানের মালিকানার ধরন

মালিকানার ধরন	সংখ্যা	শতকরা হার
একক মালিকানা	১৫২	৬০.৮০%
অংশীদারিত্ব	১৬	৬.৪০%
লিমিটেড কোম্পানি	৮২	৩২.৮০%
মোট	২৫০	১০০%

চার্ট-৩: প্রতিষ্ঠানের মালিকানার ধরন



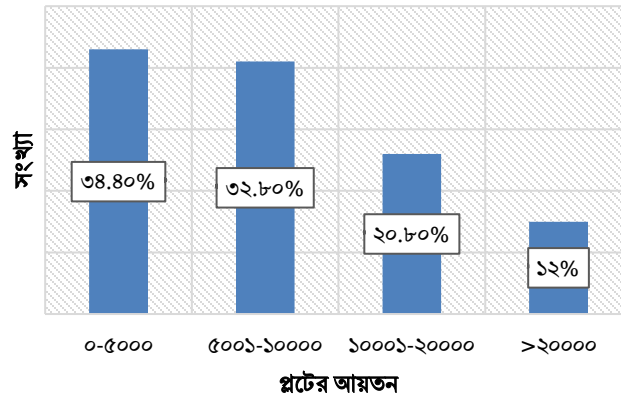
৩.১.৪ বরাদ্দপ্রাপ্ত শিল্প প্লটের আয়তন

গবেষণার ফলাফল অনুযায়ী, ২৫০ জন উদ্যোক্তার মধ্যে ৩৪.৪০ শতাংশ উদ্যোক্তা ৫,০০০ বর্গফুটের নিচে এবং ৩২.৮০ শতাংশ উদ্যোক্তা ৫,০০১-১০,০০০ বর্গফুট আয়তনের প্লট বরাদ্দ পেয়েছেন। এছাড়া ১০,০০১-২০,০০০ বর্গফুট আয়তনের প্লট পেয়েছেন ২০.৮০ শতাংশ উদ্যোক্তা, এবং মাত্র ১২ শতাংশ উদ্যোক্তা ২০,০০০ বর্গফুটের বেশি আয়তনের প্লট বরাদ্দ পেয়েছেন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, বিসিক শিল্পনগরীতে রুগ্ন/বন্ধ ও খালি শিল্প ইউনিটের মধ্যে ছোট ও মাঝারি আকারের শিল্প ইউনিটের সংখ্যাই তুলনামূলকভাবে বেশি।

সারণি-৪: বরাদ্দপ্রাপ্ত শিল্প প্লটের আয়তন

প্লটের আয়তন (বর্গফুট)	সংখ্যা	শতকরা হার
<৫০০০	৮৬	৩৪.৪০%
৫০০১-১০০০০	৮২	৩২.৮০%
১০০০১-২০০০০	৫২	২০.৮০%
>২০০০০	৩০	১২.০০%
মোট	২৫০	১০০%

চার্ট-৪: বরাদ্দপ্রাপ্ত শিল্প প্লটের আয়তন



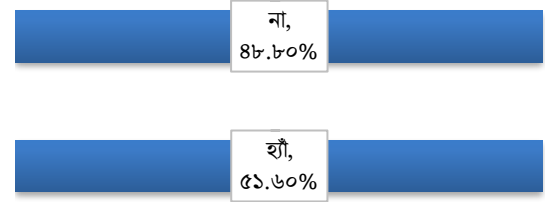
৩.১.৫ শিল্প ইউনিটের লিজ ডিড সম্পন্ন হয়েছে কি না

জরিপে অংশগ্রহণকারী অধিকাংশ উদ্যোক্তা তাদের বরাদ্দপ্রাপ্ত প্লটের লিজ ডিড সম্পাদন করেননি। ২৫০ জন উত্তরদাতার মধ্যে মাত্র ৪৮.৪০% উদ্যোক্তা তাদের প্লটের লিজ ডিড সম্পন্ন করেছেন। অপরদিকে ৫১.৬০% উদ্যোক্তা এখনও লিজ ডিড সম্পন্ন করেননি।

সারণি-৫: শিল্প ইউনিটের লিজ ডিড সম্পন্ন হয়েছে কি না

লিজ ডিড সম্পন্ন হয়েছে কি না	সংখ্যা	শতকরা হার
হ্যাঁ	১২১	৪৮.৪০%
না	১২৯	৫১.৬০%
মোট	২৫০	১০০%

চার্ট-৫: শিল্প ইউনিটের লিজ ডিড সম্পন্ন হয়েছে কিনা



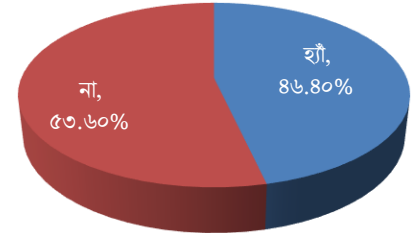
৩.১.৬ বরাদ্দকৃত শিল্প প্লটে শিল্প ইউনিট স্থাপিত হয়েছে কি না

গবেষণালব্ধ তথ্য অনুযায়ী, মোট ২৫০ জন উদ্যোক্তার মধ্যে অধিকাংশ উদ্যোক্তা (৫৩.৬০%) এখনও বরাদ্দকৃত প্লটে শিল্প ইউনিট স্থাপন করেননি। অপরদিকে ৪৬.৪০% উদ্যোক্তা তাদের শিল্প প্লটে শিল্প ইউনিট স্থাপন করেছেন। বরাদ্দকৃত প্লটে শিল্প ইউনিট স্থাপন না করার ফলে শিল্পায়নের গতি বাধাগ্রস্ত হচ্ছে এবং শিল্পনগরীর প্রকৃত উৎপাদন সক্ষমতা পুরোপুরি বাস্তবায়িত হচ্ছে না।

সারণি-৬: বরাদ্দকৃত শিল্প প্লটে শিল্প ইউনিট স্থাপিত হয়েছে কি না

শিল্প প্লটে শিল্প ইউনিট স্থাপন	সংখ্যা	শতকরা হার
হ্যাঁ (রুগ্ন/বন্ধ)	১১৬	৪৬.৪০%
না	১৩৪	৫৩.৬০%
মোট	২৫০	১০০%

চার্ট-৬: বরাদ্দকৃত শিল্প প্লটে শিল্প ইউনিট স্থাপিত হয়েছে কি না



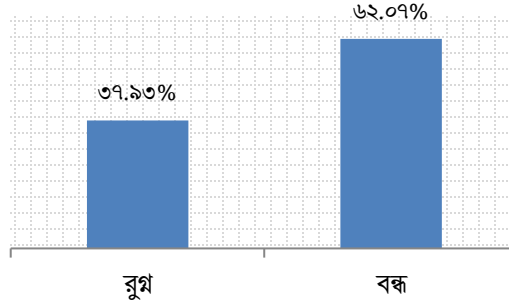
৩.১.৭ রুগ্ন ও বন্ধ শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা

রুগ্ন শিল্প বলতে এমন শিল্পপ্রতিষ্ঠানকে বোঝায় যেটি আর্থিক সমস্যা, ঋণের চাপ, উৎপাদন কমে যাওয়া, বাজার হারানো ইত্যাদি কারণে দুর্বল অবস্থায় আছে, কিন্তু এখনও সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হয়নি। অন্যদিকে, বন্ধ শিল্প বলতে এমন শিল্পপ্রতিষ্ঠানকে বোঝায় যেটির সম্পূর্ণরূপে উৎপাদন ও কার্যক্রম বন্ধ হয়ে গিয়েছে। গবেষণায় জরিপকৃত ২০টি শিল্পনগরীর ১১৬টি রুগ্ন/বন্ধ প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৬২.০৭% প্রতিষ্ঠান সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গিয়েছে। বাকি ৩৭.৯৩% প্রতিষ্ঠান রুগ্ন অবস্থায় আছে। এই অধিক সংখ্যক রুগ্ন/বন্ধ প্রতিষ্ঠান কর্মসংস্থান সৃষ্টি, উৎপাদন ক্ষমতা ও শিল্পায়নের অগ্রগতিতে বাধা সৃষ্টি করছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে এসব প্রতিষ্ঠানকে চালু করার জন্য বিসিক কর্তৃপক্ষকে কার্যকরী উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

সারণি-৭: রুগ্ন/বন্ধ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা

বিষয়	সংখ্যা	শতকরা
রুগ্ন	৪৪	৩৭.৯৩%
বন্ধ	৭২	৬২.০৭%
মোট	১১৬	১০০%

চার্ট-৭: রুগ্ন/বন্ধ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা



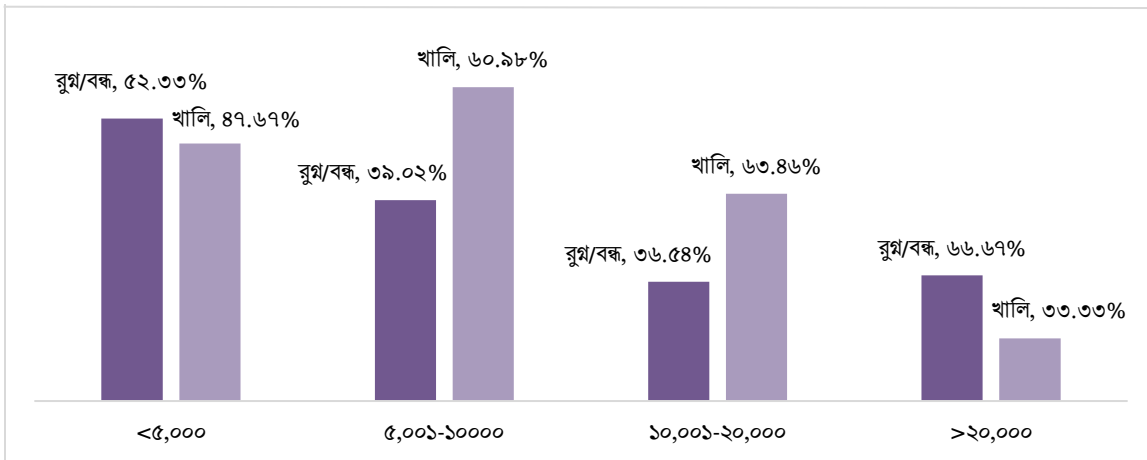
৩.১.৮ শিল্প প্লটের আয়তনভিত্তিক রুগ্ন/বন্ধ শিল্প ও খালি শিল্প ইউনিট সংখ্যাঃ

দেখা যাচ্ছে, জরিপকৃত শিল্প ইউনিটগুলোর মধ্যে ছোট শিল্প ইউনিটসমূহের (৫,০০০ বর্গফুটের কম) মধ্যে খালি শিল্প ইউনিটের তুলনায় রুগ্ন/বন্ধ শিল্প ইউনিট কিছুটা বেশি। তবে ৫,০০১-১০,০০০ এবং ১০,০০১-২০,০০০ বর্গফুট আয়তনের শিল্প ইউনিটগুলোর মধ্যে অধিকাংশই খালি শিল্প ইউনিট; যেখানে রুগ্ন/বন্ধ শিল্প ইউনিট তুলনামূলক কম। বড় শিল্প ইউনিটসমূহের (২০,০০০ বর্গফুটের বেশি) মধ্যে আবার অধিকাংশই রুগ্ন/বন্ধ শিল্প ইউনিট।

সারণি-৮: শিল্প প্লটের আয়তনভিত্তিক রুগ্ন/বন্ধ শিল্প ও খালি শিল্প ইউনিট সংখ্যা

প্লটের আয়তন (বর্গফুট)	সংখ্যা	রুগ্ন/বন্ধ শিল্প ইউনিট	খালি শিল্প ইউনিট
<৫,০০০	৮৬	৪৫ (৫২.৩৩%)	৪১ (৪৭.৬৭%)
৫,০০১-১০০০০	৮২	৩২ (৩৯.০২%)	৫০ (৬০.৯৮%)
১০,০০১-২০,০০০	৫২	১৯ (৩৬.৫৪%)	৩৩ (৬৩.৪৬%)
>২০,০০০	৩০	২০ (৬৬.৬৭%)	১০ (৩৩.৩৩%)
মোট	২৫০	১১৬	১৩৪

চার্ট-৮: শিল্প প্লটের আয়তনভিত্তিক রুগ্ন/বন্ধ শিল্প ও খালি শিল্প ইউনিট সংখ্যা



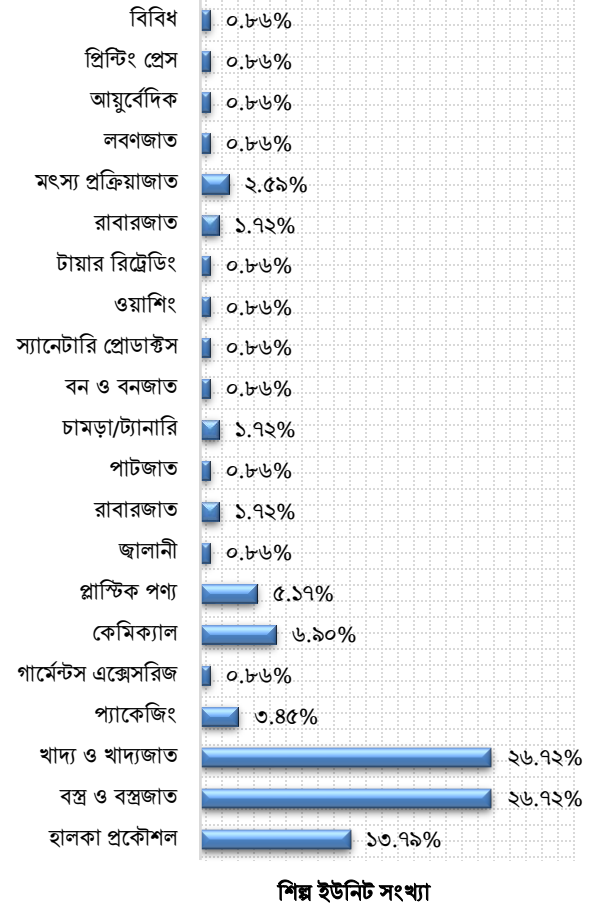
৩.১.৯ শিল্পখাতের ধরন

গবেষণালব্ধ তথ্যের আলোকে শিল্পখাতের ধরন বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, তথ্যপ্রাপ্ত শিল্পনগরীসমূহে বস্ত্র ও বস্ত্রজাত এবং খাদ্য ও খাদ্যজাত উভয় খাতের শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা তুলনামূলক বেশি (২৬.৭২%)। হালকা প্রকৌশল খাতের ১৩.৭৯% প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এছাড়া, কেমিক্যাল, প্লাস্টিক পণ্য, প্যাকেজিং, মৎস্য প্রক্রিয়াজাত, রাবারজাত ও চামড়া/ট্যানারি খাত, গার্মেন্টস এক্সেসরিজ, জ্বালানী, পাটজাত, বন ও বনজাত, স্যানেটারি প্রোডাক্টস, ওয়াশিং, লবণজাত, আয়ুর্বেদিক, প্রিন্টিং প্রেস ইত্যাদি খাতেরও শিল্প প্রতিষ্ঠান রয়েছে।

সারণি-৯: শিল্পখাতের ধরন

শিল্প খাত	সংখ্যা	শতকরা
হালকা প্রকৌশল	১৬	১৩.৭৯%
বস্ত্র ও বস্ত্রজাত	৩১	২৬.৭২%
খাদ্য ও খাদ্যজাত	৩১	২৬.৭২%
প্যাকেজিং	৪	৩.৪৫%
গার্মেন্টস এক্সেসরিজ	১	০.৮৬%
কেমিক্যাল	৮	৬.৯০%
প্লাস্টিক পণ্য	৬	৫.১৭%
জ্বালানী	১	০.৮৬%
রাবারজাত	২	১.৭২%
পাটজাত	১	০.৮৬%
চামড়া/ট্যানারি	২	১.৭২%
বন ও বনজাত	১	০.৮৬%
স্যানেটারি প্রোডাক্টস	১	০.৮৬%
ওয়াশিং	১	০.৮৬%
টায়ার রিট্রোডিং	১	০.৮৬%
রাবারজাত	২	১.৭২%
মৎস্য প্রক্রিয়াজাত	৩	২.৫৯%
লবণজাত	১	০.৮৬%
আয়ুর্বেদিক	১	০.৮৬%
প্রিন্টিং প্রেস	১	০.৮৬%
বিবিধ	১	০.৮৬%
মোট	১১৬	১০০%

চার্ট-৯: শিল্পখাতের ধরন



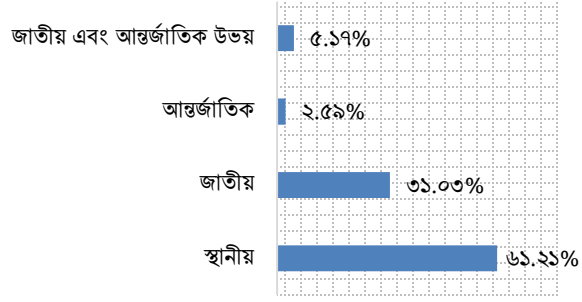
৩.১.১০ পণ্যের বাজার

২০টি বিসিক শিল্পনগরীর উৎপাদিত পণ্যের বাজার বণ্টন পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ১১৬টি রুগ্ন/বন্ধ শিল্পের অধিকাংশ উদ্যোক্তা (৬১.২১%) স্থানীয় বাজারেই পণ্য সরবরাহ করে থাকেন। অপরদিকে ৩১.০৩% উদ্যোক্তা জাতীয় বাজারে এবং মাত্র ২.৫৯% উদ্যোক্তা আন্তর্জাতিক বাজারে সরাসরি পণ্য রপ্তানি করেন। এছাড়া, ৫.১৭% উদ্যোক্তা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উভয় বাজারেই তাদের পণ্য সরবরাহ করে থাকেন।

সারণি-১০: পণ্যের বাজার

বাজার	সংখ্যা	শতকরা
স্থানীয়	৭১	৬১.২১%
জাতীয়	৩৬	৩১.০৩%
আন্তর্জাতিক	৩	২.৫৯%
জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক উভয়	৬	৫.১৭%

চার্ট-১০: পণ্যের বাজার



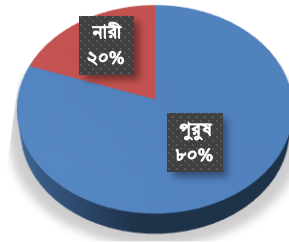
৩.১.১১ জনবল

তথ্যপ্রাপ্ত শিল্প ইউনিটসমূহে কর্মরত জনবলের তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, মোট কর্মচারীর ৮০.৮০% পুরুষ এবং ১৯.৬০% নারী। নারীদের অংশগ্রহণের হার তুলনামূলকভাবে কম হওয়ায় উৎপাদন ও শিল্পখাতে লিঙ্গসমতা নিশ্চিত করা এবং নারীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি করতে উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

সারণি-১১: জনবল

জনবল	সংখ্যা	শতকরা
পুরুষ	১৪৪০	৮০.৮০%
নারী	৩৫১	১৯.৬০%
মোট	১৭৯১	১০০%

চার্ট-১১: জনবল



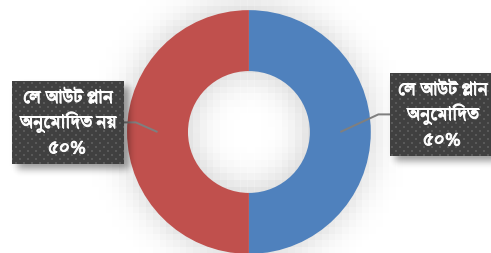
৩.১.১২ যেসকল প্রতিষ্ঠান শিল্প স্থাপন করেনি তাদের লে-আউট প্ল্যান অনুমোদিত কি না

তথ্যপ্রাপ্ত শিল্প ইউনিট স্থাপন না করা ১৩৪টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৫০% প্রতিষ্ঠানের লে-আউট প্ল্যান অনুমোদিত হয়েছে। অপরদিকে, বাকি ৫০% প্রতিষ্ঠানের লে-আউট প্ল্যান এখনও অনুমোদিত হয়নি। এদিকে, প্ল্যান অনুমোদিত হওয়া সত্ত্বেও অর্ধেক প্রতিষ্ঠান কাজ শুরু করেনি। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, শিল্প স্থাপনে বিলম্বের কারণ শুধুমাত্র লে-আউট প্ল্যান অনুমোদন না হওয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়।

সারণি-১২: যেসকল প্রতিষ্ঠান শিল্প স্থাপন করেনি তাদের লে-আউট প্ল্যান অনুমোদিত কি না

বিষয়	সংখ্যা	শতকরা
লে আউট প্ল্যান অনুমোদিত	৬৭	৫০%
লে আউট প্ল্যান অনুমোদিত নয়	৬৭	৫০%
মোট	১৩৪	১০০%

চার্ট-১২: যেসকল প্রতিষ্ঠান শিল্প স্থাপন করেনি তাদের লে-আউট প্ল্যান অনুমোদিত কি না



চতুর্থ অধ্যায়

৪.০. শিল্প প্লট অব্যবহৃত থাকার কারণ বিশ্লেষণ

৪.১. প্লট বরাদ্দ পেলেও শিল্প ইউনিট স্থাপন করেনি এমন উদ্যোক্তার জন্য প্রযোজ্য তথ্যাবলি

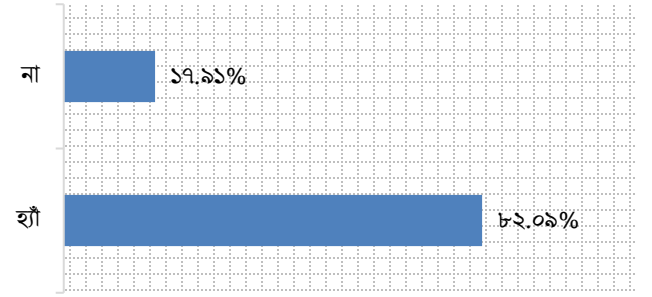
৪.১.১ শিল্পনগরীটি উপযুক্ত স্থানে স্থাপিত হয়েছে কি না

বিসিক শিল্পনগরীর অবস্থান সংক্রান্ত তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, অধিকাংশ শিল্প ইউনিট স্থাপন না করা উদ্যোক্তা সংশ্লিষ্ট শিল্পনগরীর অবস্থানকে উপযুক্ত হিসেবে মূল্যায়ন করেছেন। মোট ১৩৪ জন উদ্যোক্তার মধ্যে ৮২.০৯% উদ্যোক্তা শিল্পনগরীর অবস্থানকে যথাযথ মনে করেছেন। অন্যদিকে ১৭.৯১% উদ্যোক্তা শিল্পনগরীর অবস্থানকে উপযুক্ত বলে মনে করেননি। যেহেতু অধিকাংশ উদ্যোক্তা সংশ্লিষ্ট শিল্পনগরীর অবস্থানকে যথাযথ মনে করেছেন, সেহেতু শিল্প ইউনিট স্থাপন না করার কারণ হিসেবে অবস্থানগত অসুবিধা মুখ্য নয়।

সারণি-১৩: শিল্পনগরীটি উপযুক্ত স্থানে স্থাপিত হয়েছে কি না

বিষয়	সংখ্যা	শতকরা
হ্যাঁ	১১০	৮২.০৯%
না	২৪	১৭.৯১%
মোট	১৩৪	১০০%

চার্ট-১৩: শিল্পনগরীটি উপযুক্ত স্থানে স্থাপিত হয়েছে কি না



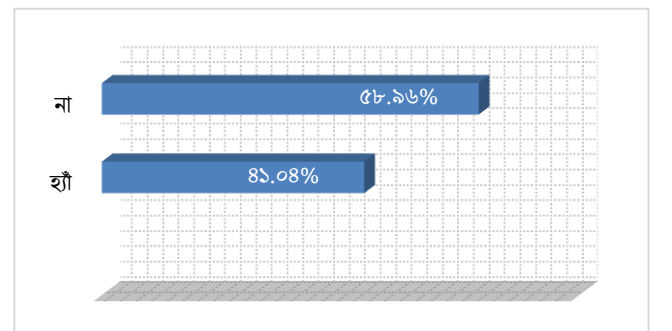
৪.১.২ শিল্পের কাঁচামাল আমদানি নির্ভর কি না

জরিপকৃত শিল্প স্থাপন না করা ১৩৪ জন শিল্প উদ্যোক্তার মধ্যে ৫৮.৯৬% উদ্যোক্তা যে শিল্প স্থাপনের পরিকল্পনা করেছেন সেটি স্থানীয় কাঁচামালের ওপর নির্ভরশীল; অবশিষ্ট ৪১.০৪% উদ্যোক্তার শিল্পের কাঁচামাল আমদানি নির্ভর। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, শিল্প স্থাপন না করার কারণ হিসেবে কাঁচামালের আমদানি নির্ভরতাকে দায়ী করা যুক্তিসঙ্গত নয়।

সারণি-১৪: শিল্পের কাঁচামাল আমদানি নির্ভর কি না

শিল্পের কাঁচামাল আমদানি নির্ভর কি না	সংখ্যা	শতকরা
হ্যাঁ	৫৫	৪১.০৪%
না	৭৯	৫৮.৯৬%
মোট	১৩৪	১০০%

চার্ট-১৪: শিল্পের কাঁচামাল আমদানি নির্ভর কি না



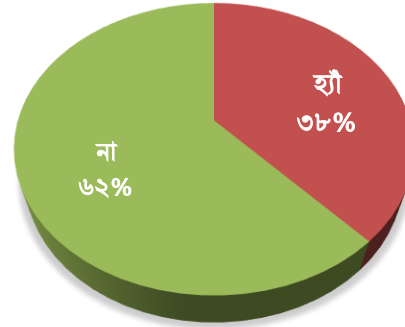
৪.১.৩ আমদানি নির্ভর শিল্পে কাঁচামাল আমদানিতে প্রতিবন্ধকতা আছে কি না

শিল্প স্থাপন করেনি এমন ১৩৪টি প্রতিষ্ঠানের ৫৫টি (৪১.০৪%) প্রতিষ্ঠানের শিল্পের কাঁচামাল আমদানি নির্ভর। গবেষণার ফলাফল অনুযায়ী, এই ৫৫টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৩৮.১৮% প্রতিষ্ঠান তাদের শিল্পের কাঁচামাল আমদানিতে কিছু প্রতিবন্ধকতা আছে বলে মনে করেন। অপরদিকে অধিকাংশ (৬১.৮২%) প্রতিষ্ঠান শিল্পের কাঁচামাল আমদানিতে প্রতিবন্ধকতা নেই বলে মনে করেন। সুতরাং কাঁচামালের আমদানি প্রতিবন্ধকতা এসব প্রতিষ্ঠানের শিল্প স্থাপন না করার মুখ্য নিয়ামক নয়।

সারণি-১৫: কাঁচামাল আমদানিতে প্রতিবন্ধকতা আছে কি না

আমদানিতে প্রতিবন্ধকতা আছে কি না	সংখ্যা	শতকরা
হ্যাঁ	২১	৩৮.১৮%
না	৩৪	৬১.৮২%
মোট	৫৫	১০০%

চার্ট-১৫: কাঁচামাল আমদানিতে প্রতিবন্ধকতা আছে কি না



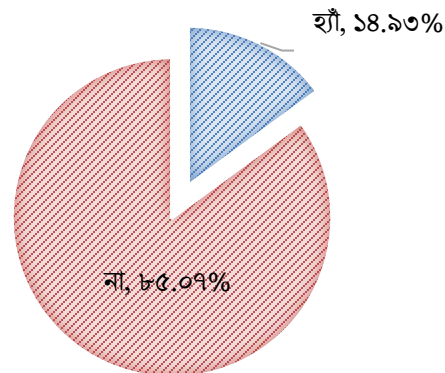
৪.১.৪ শিল্প ইউনিট স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় লাইসেন্স/নিবন্ধন পেতে কোনো সমস্যা হয়েছে কি না

জরিপকৃত শিল্প স্থাপন না করা প্রতিষ্ঠানগুলোর শিল্প ইউনিট স্থাপনের প্রয়োজনীয় লাইসেন্স বা নিবন্ধন প্রাপ্তির অভিজ্ঞতা বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, মোট ১৩৪টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৮৫.০৭% প্রতিষ্ঠান কোনো উল্লেখযোগ্য জটিলতা ছাড়াই প্রয়োজনীয় লাইসেন্স/নিবন্ধন পেয়েছেন। তবে ১৪.৯৩% প্রতিষ্ঠান প্রক্রিয়াগত ও আমলাতান্ত্রিক জটিলতার কারণে প্রয়োজনীয় লাইসেন্স/নিবন্ধন পেতে সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন বলে জানান।

সারণি-১৬: প্রয়োজনীয় লাইসেন্স/নিবন্ধন পেতে কোনো সমস্যা হয়েছে কি না

বিষয়	সংখ্যা	শতকরা
হ্যাঁ	২০	১৪.৯৩%
না	১১৪	৮৫.০৭%
মোট	১৩৪	১০০%

চার্ট-১৬: প্রয়োজনীয় লাইসেন্স/নিবন্ধন পেতে কোনো সমস্যা হয়েছে কি না

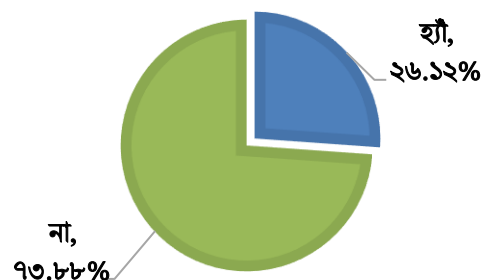


৪.১.৫ শিল্প ইউনিট স্থাপনে অন্যান্য সরকারি দপ্তরে কোনো প্রশাসনিক জটিলতার সম্মুখীন হতে হয় কি না গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যমতে, শিল্প ইউনিট স্থাপন করেনি এমন অধিকাংশ (৭৩.৮৮%) প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন সরকারি দপ্তরে কোনো অসহযোগিতার সম্মুখীন হয়নি। তবে ২৬.১২% প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের সঙ্গে সমন্বয়হীনতা বা অসহযোগিতার সম্মুখীন হয়েছেন।

সারণি-১৭: অন্যান্য সরকারি দপ্তরে কোনো প্রশাসনিক জটিলতার সম্মুখীন হতে হয় কি না

বিষয়	সংখ্যা	শতকরা
হ্যাঁ	৩৫	২৬.১২%
না	৯৯	৭৩.৮৮%
মোট	১৩৪	১০০%

চার্ট-১৭: অন্যান্য সরকারি দপ্তরে কোনো প্রশাসনিক জটিলতার সম্মুখীন হতে হয় কি না

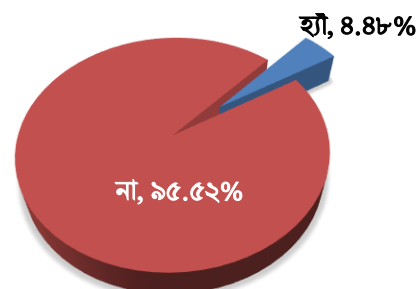


৪.১.৬ শিল্প ইউনিট স্থাপনে বিসিকের পক্ষ থেকে কোনো প্রশাসনিক জটিলতার সম্মুখীন হতে হয়েছে কি না জরিপকৃত শিল্প স্থাপন না করা প্রতিষ্ঠানের তথ্য পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, অধিকাংশ প্রতিষ্ঠান নির্বিল্পে তাদের কার্যক্রম সম্পন্ন করতে সক্ষম হয়েছে। মোট ১৩৪টি প্রতিষ্ঠান থেকে প্রায় শতভাগ (৯৫.৫২%) প্রতিষ্ঠান বিসিক থেকে কোনো অসুবিধার সম্মুখীন হয়নি, যেখানে মাত্র ৪.৪৮% প্রতিষ্ঠান বিসিকের প্রক্রিয়াগত বা সিদ্ধান্তজনিত কারণে জটিলতার সম্মুখীন হয়েছেন। এ থেকে বলা যায় যে, বিসিকের প্রশাসনিক প্রক্রিয়া বেশিরভাগ ক্ষেত্রে উদ্যোক্তাদের জন্য সহজ ও সহায়ক। শিল্প স্থাপনের ক্ষেত্রে অল্প সংখ্যক উদ্যোক্তা বিসিক হতে বাধার সম্মুখীন হয়েছেন, যদিকে বিসিক কর্তৃপক্ষের নজর দেয়া প্রয়োজন।

সারণি-১৮: বিসিকের পক্ষ থেকে কোনো প্রশাসনিক জটিলতার সম্মুখীন হতে হয়েছে কি না

বিষয়	সংখ্যা	শতকরা
হ্যাঁ	৬	৪.৪৮%
না	১২৮	৯৫.৫২%
মোট	১৩৪	১০০%

চার্ট-১৮: বিসিকের পক্ষ থেকে কোনো প্রশাসনিক জটিলতার সম্মুখীন হতে হয়েছে কি না



৪.১.৭ প্লট বরাদ্দ পাওয়ার পরও শিল্প ইউনিট স্থাপন না করার পেছনে কী কী কারণ রয়েছে প্লট বরাদ্দ পাওয়ার পরও শিল্প ইউনিট স্থাপনে সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধকতা হচ্ছে পর্যাপ্ত মূলধনের অভাব, যা ৬৭.১৬% বা ৯০ জন উত্তরদাতা তাদের শিল্প স্থাপনের প্রধান প্রতিবন্ধকতা হিসেবে উল্লেখ করেছেন। ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে ঋণ প্রাপ্তিতে অসুবিধা গুরুত্বপূর্ণ বাধা হিসেবে কাজ করেছে ৭৬ জনের (৫৬.৭২%) জন্য। শিল্পনগরীর অবকাঠামোগত সীমাবদ্ধতা (রাস্তাঘাট, ড্রেন, কালভার্ট, সীমানা প্রাচীর, গেইট, সড়ক বাতি, সিসিটিভি) এবং ইউটিলিটি (বিদ্যুৎ, গ্যাস, পানি) সংযোগের অভাব যথাক্রমে ৪৫.৫২% ও ৪৪.০৩% উত্তরদাতার জন্য সমস্যা তৈরি করেছে। দক্ষ

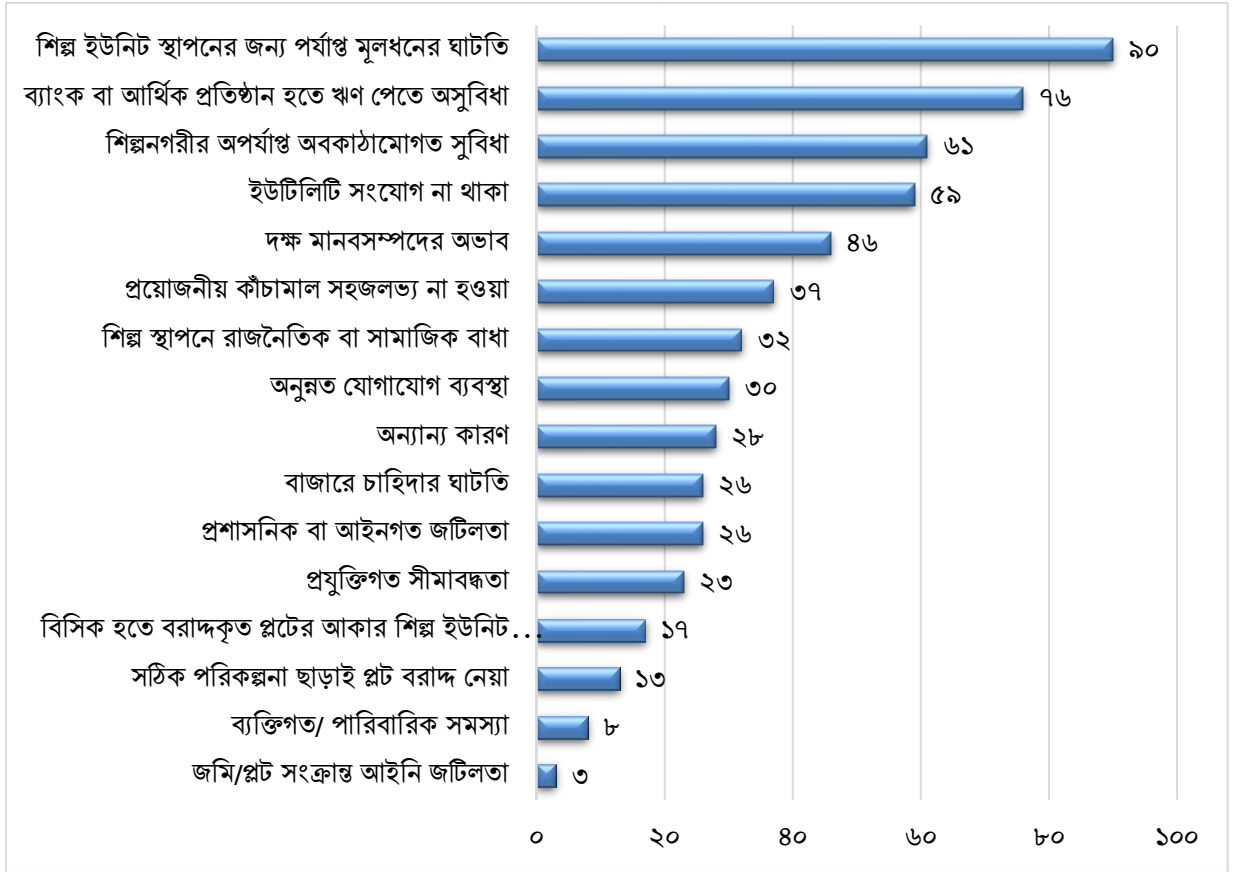
মানবসম্পদের অভাবও ৩৪.৩৩% বা ৪৬ জনের জন্য শিল্প স্থাপনের প্রাথমিক চ্যালেঞ্জ হিসেবে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছে। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য প্রতিবন্ধকতার মধ্যে রয়েছে প্রয়োজনীয় কাঁচামাল সহজলভ্য না হওয়া, প্রশাসনিক বা আইনগত জটিলতা, বাজারে চাহিদার ঘাটতি, রাজনৈতিক বা সামাজিক বাধা, অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা, ব্যক্তিগত/পারিবারিক সমস্যা, জমি/প্লট সংক্রান্ত আইনি জটিলতা, সঠিক পরিকল্পনা ছাড়াই প্লট গ্রহণ ইত্যাদি।

এখানে উল্লেখ্য যে, শিল্পনগরীর সড়ক ও ড্রেনেজ নির্দিষ্ট নকশা ও সক্ষমতা অনুযায়ী নির্মিত। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায়, অনেক উদ্যোক্তা অতিরিক্ত ওজনের ভারী যানবাহন ব্যবহার করেন যা অনুমোদিত সীমার বাইরে। এর ফলে সড়ক দ্রুত ক্ষতিগ্রস্ত হয়, যা অবকাঠামোগত সমস্যাকে বাড়িয়ে তোলে। এছাড়া, শিল্পনগরীর উদ্যোক্তাদের জন্য বিসিকের ধার্যকৃত সার্ভিস চার্জ শিল্পনগরীর পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়ের তুলনায় অপ্রতুল। অন্যদিকে, শিল্পনগরীর ভেতরের কিছু অবকাঠামো বিসিক নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ করলেও বিদ্যুৎ, গ্যাস, পানি, টেলিযোগাযোগ ইত্যাদি সেবা সংশ্লিষ্ট পৃথক সংস্থা বা কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে সরবরাহ করা হয়। ফলে ইউটিলিটি সংযোগে ঘাটতি বা বিলম্ব হলে তা অনেক সময় বিসিকের নিয়ন্ত্রণের বাইরে থাকে। শিল্পনগরী একটি সমন্বিত এলাকা। এখানে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, রাস্তা ও ড্রেন ব্যবহার, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ইত্যাদিতে উদ্যোক্তাদের দায়িত্বশীল আচরণ প্রয়োজন। নিয়ম অমান্য করলে অবকাঠামো দ্রুত নষ্ট হয়।

সারণি-১৯: প্লট বরাদ্দ পাওয়ার পরও শিল্প ইউনিট স্থাপন না করার পেছনে কী কী কারণ রয়েছে

বিষয়	সংখ্যা	শতকরা
শিল্প ইউনিট স্থাপনের জন্য পর্যাপ্ত মূলধনের ঘাটতি	৯০	৬৭.১৬%
ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে ঋণ পেতে অসুবিধা	৭৬	৫৬.৭২%
শিল্পনগরীর অপরিাপ্ত অবকাঠামোগত সুবিধা (রাস্তাঘাট, ড্রেন, কালভার্ট, সীমানা প্রাচীর, গেইট, সড়ক বাতি, সিসিটিভি)	৬১	৪৫.৫২%
ইউটিলিটি (বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানি) সংযোগ না থাকা	৫৯	৪৪.০৩%
দক্ষ মানবসম্পদের অভাব	৪৬	৩৪.৩৩%
প্রয়োজনীয় কাঁচামাল সহজলভ্য না হওয়া	৩৭	২৭.৬১%
শিল্প স্থাপনে রাজনৈতিক বা সামাজিক বাধা	৩২	২৩.৮৮%
অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা	৩০	২২.৩৯%
প্রশাসনিক বা আইনগত জটিলতা	২৬	১৯.৪০%
বাজারে চাহিদার ঘাটতি	২৬	১৯.৪০%
প্রযুক্তিগত সীমাবদ্ধতা	২৩	১৭.১৬%
বিসিক হতে বরাদ্দকৃত প্লটের আকার শিল্প ইউনিট স্থাপনের জন্য যথেষ্ট না হওয়া	১৭	১২.৬৯%
সঠিক পরিকল্পনা ছাড়াই প্লট বরাদ্দ নেওয়া	১৩	৯.৭০%
ব্যক্তিগত/ পারিবারিক সমস্যা	৮	৫.৯৭%
জমি/প্লট সংক্রান্ত আইনি জটিলতা	৩	২.২৪%
অন্যান্য কারণ	২৮	২০.৯০%

চার্ট-১৯: প্লট বরাদ্দ পাওয়ার পরও শিল্প ইউনিট স্থাপন না করার পেছনে কী কী কারণ রয়েছে



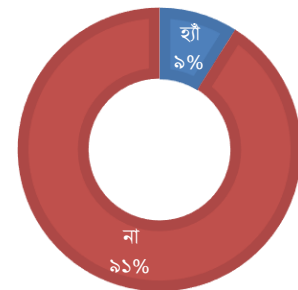
৪.১.৮ বিসিক থেকে প্রদেয় সেবা প্রাপ্তিতে কোনো অসুবিধা হয় কি না

বরাদ্দ প্রাপ্তির পর শিল্প স্থা পন না করা উদ্যোক্তাদের বেশিরভাগই (৯১.০৪%) বিসিক থেকে প্রদেয় সেবা নিয়ে সন্তুষ্ট। তবে, যে প্রায় ৮.৯৬% উত্তরদাতা অসুবিধার কথা বলেছেন, তাদের সমস্যার ক্ষেত্রগুলি চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

সারণি-২০: বিসিক থেকে প্রদেয় সেবা প্রাপ্তিতে কোনো অসুবিধা হয় কি না

বিষয়	সংখ্যা	শতকরা
হ্যাঁ	১২	৮.৯৬%
না	১২২	৯১.০৪%
মোট	১৩৪	১০০%

চার্ট-২০: বিসিক থেকে প্রদেয় সেবা প্রাপ্তিতে কোনো অসুবিধা হয় কি না



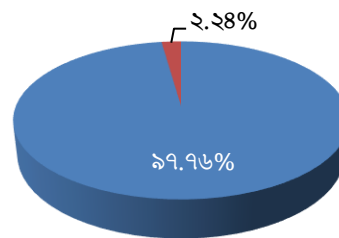
৪.১.৯ বরাদ্দপ্রাপ্ত প্লটে শিল্প স্থাপনের পরিকল্পনা রয়েছে কি না

গবেষণার ফলাফলে দেখা যায় যে, বরাদ্দপ্রাপ্ত প্লটগুলোতে শিল্প ইউনিট স্থাপনের বিষয়ে উদ্যোক্তাগণ আগ্রহী। ১৩৪ জনের মধ্যে ১৩১ জন বা ৯৭.৭৬% উদ্যোক্তা তাদের প্লটে শিল্প ইউনিট স্থাপনের পরিকল্পনার কথা বলেছেন। অন্যদিকে, মাত্র ৩ জন বা ২.২৪% উদ্যোক্তা এ ধরনের কোনো পরিকল্পনা করেননি।

সারণি-২১: বরাদ্দপ্রাপ্ত প্লটে শিল্প স্থাপনের পরিকল্পনা রয়েছে কি না

বিষয়	সংখ্যা	শতকরা
হ্যাঁ	১৩১	৯৭.৭৬%
না	৩	২.২৪%
মোট	১৩৪	১০০%

চার্ট-২১: বরাদ্দপ্রাপ্ত প্লটে শিল্প স্থাপনের পরিকল্পনা রয়েছে কি না



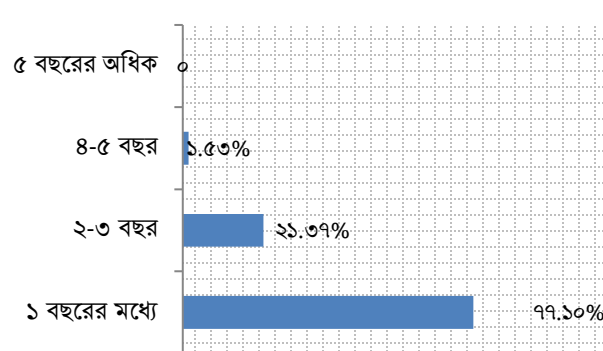
৪.১.১০ বরাদ্দপ্রাপ্ত প্লটে কবে শিল্প স্থাপনের পরিকল্পনা রয়েছে

জরিপকৃত ১৩৪ জনের মধ্যে ১৩১ জন উদ্যোক্তা তাদের প্লটে শিল্প ইউনিট স্থাপনের পরিকল্পনার কথা বলেছেন। এই ১৩১ জনের বরাদ্দপ্রাপ্ত প্লটে শিল্প ইউনিট স্থাপনের পরিকল্পনার সময়সীমা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, অধিকাংশ উদ্যোক্তা (৭৭.১০%) তাদের শিল্প ইউনিট ১ বছরের মধ্যে স্থাপনের পরিকল্পনা করছেন। এছাড়া ২১.৩৭% উদ্যোক্তা ২-৩ বছরের মধ্যে পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে আগ্রহী, যেখানে মাত্র ১.৫৩% উদ্যোক্তা ৪-৫ বছরের মধ্যে শিল্প স্থাপনের পরিকল্পনা করছেন।

সারণি-২২: বরাদ্দপ্রাপ্ত প্লটে কবে শিল্প স্থাপনের পরিকল্পনা রয়েছে

বছর	সংখ্যা	শতকরা
১ বছরের মধ্যে	১০১	৭৭.১০%
২-৩ বছর	২৮	২১.৩৭%
৪-৫ বছর	২	১.৫৩%
৫ বছরের অধিক	০	০%
মোট	১৩১	১০০%

চার্ট-২২: বরাদ্দপ্রাপ্ত প্লটে কবে শিল্প স্থাপনের পরিকল্পনা রয়েছে



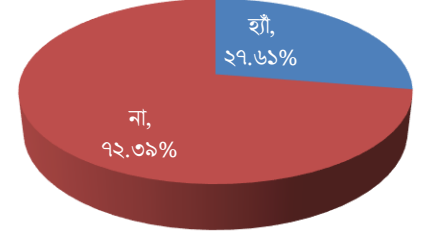
৪.১.১১ বরাদ্দকৃত শিল্প প্লট হস্তান্তরের সুযোগ প্রদান করলে গ্রহণ করবেন কি না

যে ১৩৪টি প্রতিষ্ঠান শিল্প স্থাপন করেনি তাদের মধ্যে মাত্র ২৭.৬১% প্রতিষ্ঠান সুযোগ পেলে বরাদ্দকৃত শিল্প প্লট হস্তান্তর করতে ইচ্ছুক। অন্যদিকে, উদ্যোক্তাদের একটি বড় অংশ অর্থাৎ ৭২.৩৯% প্লট হস্তান্তর করতে ইচ্ছুক নয়। এ থেকে বুঝা যায় যে, অধিকাংশ উদ্যোক্তা বর্তমানে শিল্প স্থাপন না করলেও ভবিষ্যতে শিল্প স্থাপনের সম্ভাবনা বজায় রাখতে চান।

সারণি-২৩: বরাদ্দকৃত শিল্প প্লট হস্তান্তরের সুযোগ প্রদান করলে গ্রহণ করবেন কি না

বিষয়	সংখ্যা	শতকরা
হ্যাঁ	৩৭	২৭.৬১%
না	৯৭	৭২.৩৯%
মোট	১৩৪	১০০%

চার্ট-২৩: বরাদ্দকৃত শিল্প প্লট হস্তান্তরের সুযোগ প্রদান করলে গ্রহণ করবেন কি না



৪.২. রুগ্ন/বন্ধ শিল্প ইউনিটের জন্য প্রযোজ্য তথ্যাবলি

৪.২.১ শিল্প ইউনিট স্থাপনের পর সেটি রুগ্ন/বন্ধ হওয়ার পেছনে কী কী কারণ রয়েছে

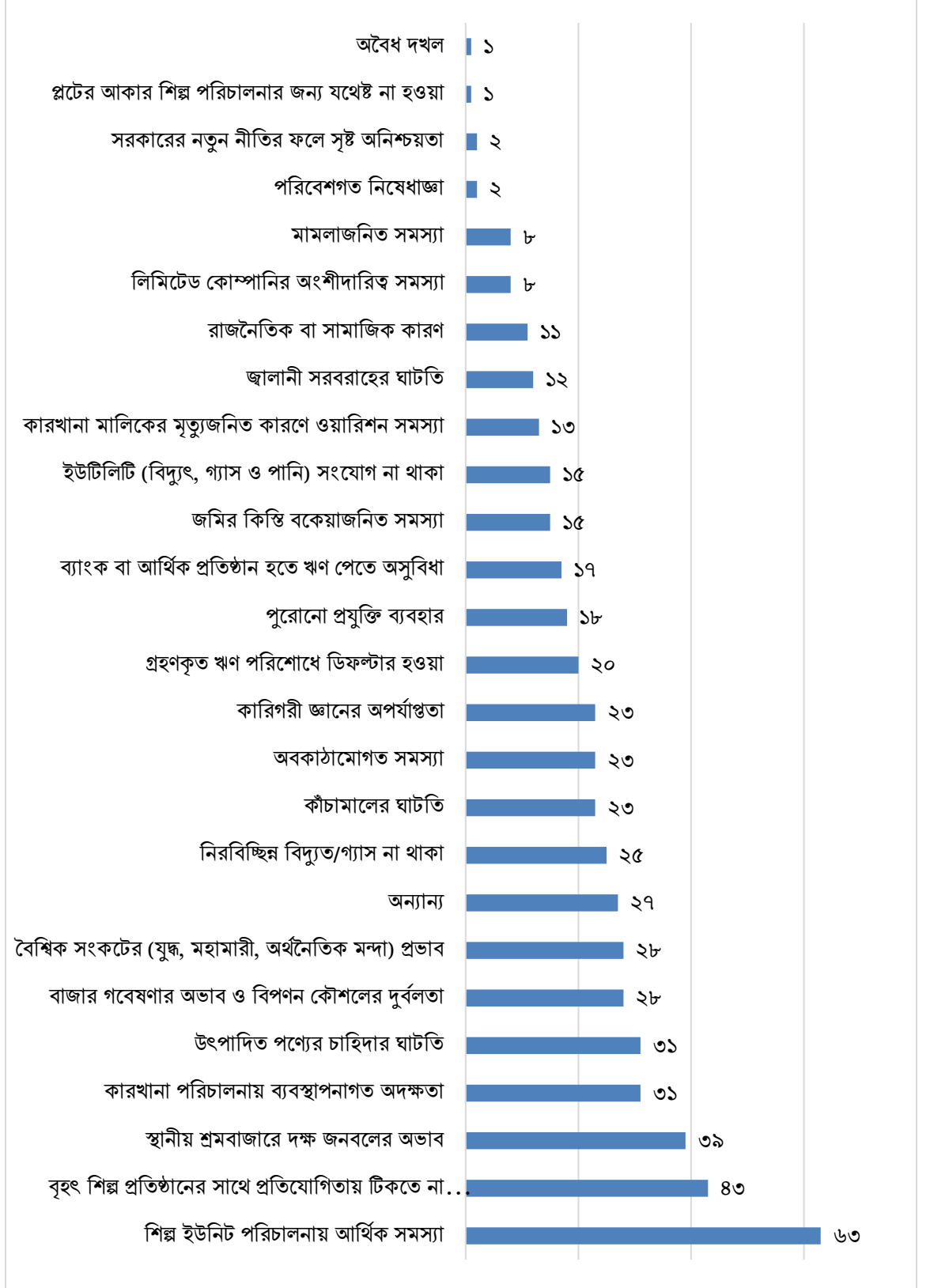
শিল্প ইউনিট স্থাপনের পর রুগ্ন বা বন্ধ হওয়ার প্রধান কারণগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, শিল্প ইউনিট পরিচালনায় পর্যাপ্ত অর্থ না থাকা বা আর্থিক সমস্যা (৫৪.৩১%) সবচেয়ে বড় কারণ। এরপরের অন্যতম কারণগুলো হলো বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় টিকতে না পারা (৩৭.০৭%), স্থানীয় শ্রমবাজারে দক্ষ জনবলের অভাব (৩৩.৬২%), কারখানা পরিচালনায় ব্যবস্থাপনাগত অদক্ষতা (২৬.৭২%) এবং উৎপাদিত পণ্যের চাহিদার ঘাটতি (২৬.৭২%) ইত্যাদি। এছাড়াও ব্যাংক ঋণ প্রাপ্তিতে অসুবিধা, ঋণ পরিশোধে ডিফল্টার হওয়া, প্লটের আকার ছোট হওয়া, মালিকের মৃত্যুজনিত ওয়ারিশান সমস্যা, অংশীদারিত্ব ও আইনি জটিলতা, কাঁচামালের ঘাটতি, অবকাঠামোগত সমস্যা, পুরোনো প্রযুক্তি, জ্বালানী সংকট, নিরবচ্ছিন্ন ইউটিলিটি সংযোগ না থাকা, কারিগরি দক্ষতার অভাব, স্থানীয় বাজারে দক্ষ জনবলের অভাব, রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রভাব, পরিবেশগত নিষেধাজ্ঞা, সরকারের নতুন নীতি এবং বৈশ্বিক সংকট (যুদ্ধ, মহামারী, অর্থনৈতিক মন্দা) সহ অন্যান্য কারণগুলোও উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলছে। জরিপের এই ফলাফল নির্দেশ করে যে, শিল্প ইউনিটের স্থায়িত্ব ও কার্যকারিতা উন্নয়নে আর্থিক সহায়তার পাশাপাশি দক্ষ জনবলের যোগান, কার্যকর ব্যবস্থাপনা, পর্যাপ্ত অবকাঠামো, বাজার ও প্রযুক্তি সক্ষমতা এবং সরকারি নীতি সমন্বয় জরুরি।

সারণি-২৪: রুগ্ন/বন্ধ হওয়ার পেছনে কী কী কারণ রয়েছে

বিষয়	সংখ্যা	শতকরা
শিল্প ইউনিট পরিচালনায় আর্থিক সমস্যা	৬৩	৫৪.৩১%
ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে ঋণ পেতে অসুবিধা	১৭	১৪.৬৬%
ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে গ্রহণকৃত ঋণ পরিশোধে ডিফল্টার হওয়া	২০	১৭.২৪%
বিসিক হতে বরাদ্দকৃত প্লটের আকার শিল্প পরিচালনার জন্য যথেষ্ট না হওয়া	১	০.৮৬%
কারখানা মালিকের মৃত্যুজনিত কারণে ওয়ারিশান সমস্যা	১৩	১১.২১%
লিমিটেড কোম্পানির অংশীদারিত্ব সমস্যা	৮	৬.৯০%
মামলাজনিত সমস্যা	৮	৬.৯০%
অবৈধ দখল	১	০.৮৬%
জমির কিস্তি বকেয়াজনিত সমস্যা	১৫	১২.৯৩%

বিষয়	সংখ্যা	শতকরা
ভাড়াজনিত সমস্যা	০	০%
কারখানা পরিচালনায় ব্যবস্থাপনাগত অদক্ষতা	৩১	২৬.৭২%
বাজার গবেষণার অভাব ও বিপণন কৌশলের দুর্বলতা	২৮	২৪.১৪%
কাঁচামালের ঘাটতি	২৩	১৯.৮৩%
উৎপাদিত পণ্যের চাহিদার ঘাটতি	৩১	২৬.৭২%
অবকাঠামোগত সমস্যা (রাস্তাঘাট, ড্রেন, কালভার্ট, সীমানা প্রাচীর, গেইট, সড়ক বাতি, সিসিটিভি)	২৩	১৯.৮৩%
বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠানের সাথে প্রতিযোগিতায় টিকতে না পারা	৪৩	৩৭.০৭%
কারিগরি জ্ঞানের অপরিপূর্ণতা	২৩	১৯.৮৩%
পুরোনো প্রযুক্তি ব্যবহার	১৮	১৫.৫২%
জ্বালানী সরবরাহের ঘাটতি	১২	১০.৩৪%
ইউটিলিটি (বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানি) সংযোগ না থাকা	১৫	১২.৯৩%
নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ/গ্যাস না থাকা	২৫	২১.৫৫%
স্থানীয় শ্রমবাজারে দক্ষ জনবলের অভাব	৩৯	৩৩.৬২%
পরিবেশগত নিষেধাজ্ঞা	২	১.৭২%
সরকারের নতুন নীতির ফলে সৃষ্ট অনিশ্চয়তা	২	১.৭২%
বৈশ্বিক সংকটের (যুদ্ধ, মহামারী, অর্থনৈতিক মন্দা) প্রভাব	২৮	২৪.১৪%
রাজনৈতিক বা সামাজিক কারণ	১১	৯.৪৮%
অন্যান্য	২৭	২৩.২৮%

চার্ট-২৪: রুগ্ন/বন্ধ হওয়ার পেছনে কী কী কারণ রয়েছে



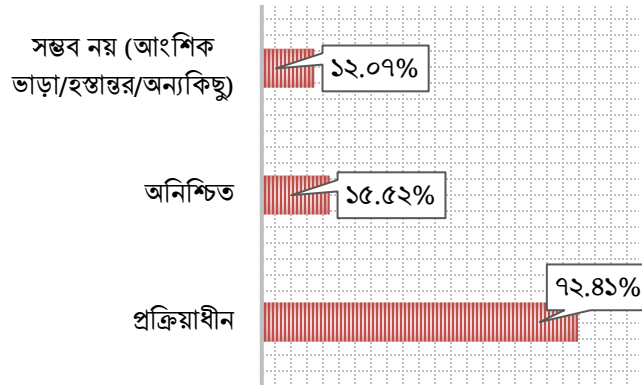
৪.২.২ শিল্প ইউনিটের কার্যক্রম পুনরায় চালুর/পূর্ণাঙ্গভাবে চালুর সম্ভাবনা আছে কি না

রুপ্ত বা বন্ধ শিল্প ইউনিটগুলোর কার্যক্রম পুনরায় চালুর সম্ভাবনা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, অধিকাংশ প্রতিষ্ঠান পুনরায় চালুর ব্যাপারে আগ্রহী। মোট ১১৬টি রুপ্ত/বন্ধ প্রতিষ্ঠান থেকে ৭২.৪১% প্রতিষ্ঠানের পুনরায় চালুর বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন। তবে ১৫.৫২% প্রতিষ্ঠান পুনরায় চালুর বিষয়ে অনিশ্চিত। বাকি ১২.০৭% প্রতিষ্ঠান পুনরায় চালুর সম্ভাবনাকে নাকচ করে দিয়েছে এবং তারা আংশিক ভাড়া বা প্লট হস্তান্তরে আগ্রহী।

সারণি-২৫: শিল্প ইউনিটের কার্যক্রম পুনরায় চালুর/পূর্ণাঙ্গভাবে চালুর সম্ভাবনা আছে কি না

বিষয়	সংখ্যা	শতকরা
প্রক্রিয়াধীন	৮৪	৭২.৪১%
অনিশ্চিত	১৮	১৫.৫২%
সম্ভব নয় (আংশিক ভাড়া/হস্তান্তর/অন্যকিছু)	১৪	১২.০৭%
মোট	১১৬	১০০%

চার্ট-২৫: শিল্প ইউনিটের কার্যক্রম পুনরায় চালুর/পূর্ণাঙ্গভাবে চালুর সম্ভাবনা আছে কি না



পঞ্চম অধ্যায়

৫.০. শিল্প প্লটের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিতকরণে করণীয়

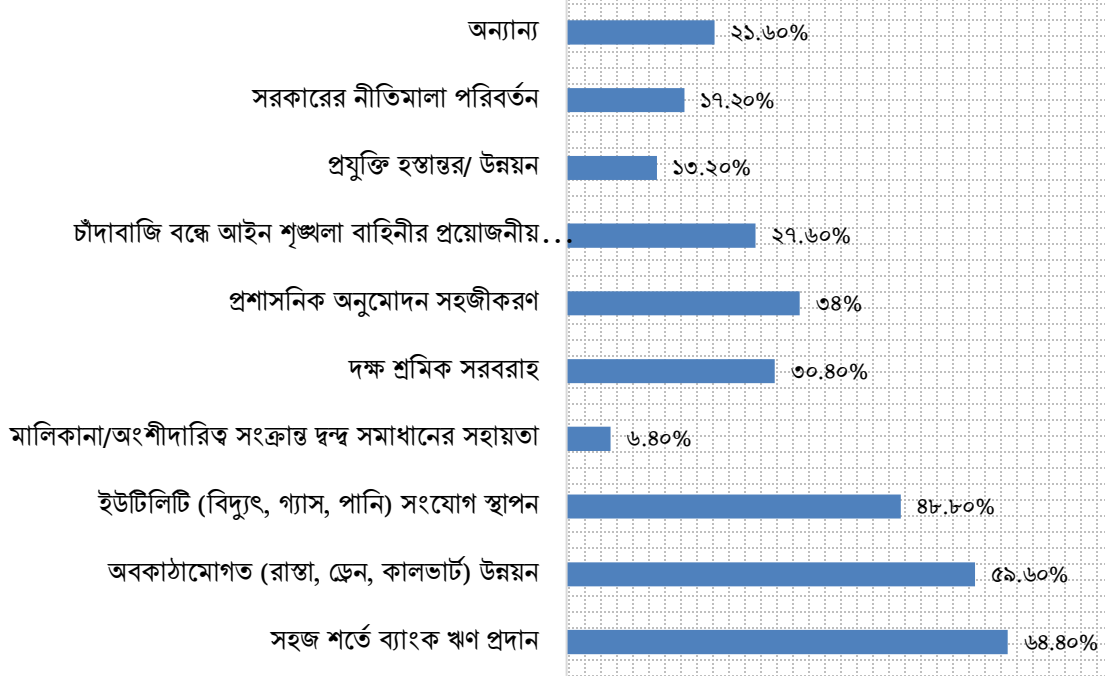
৫.১. প্লটের সর্বোচ্চ ব্যবহার করতে/ পুনরায় শিল্প চালু করতে কাজিত সহায়তা

বরাদ্দপ্রাপ্ত প্লটে শিল্প ইউনিট স্থাপন বা পুনরায় শিল্প কার্যক্রম চালু করার জন্য উদ্যোক্তারা বিভিন্ন ধরনের সহায়তা চেয়েছেন। জরিপে দেখা গেছে যে, মোট ২৫০ জন উদ্যোক্তার মধ্যে ৬৪.৪০% উত্তরদাতা সহজ শর্তে ব্যাংক ঋণ প্রাপ্তিকে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজনীয় মনে করেছেন। এছাড়া শিল্পনগরীর অবকাঠামোগত (রাস্তাঘাট, ড্রেন, কালভার্ট, সীমানা প্রাচীর, গেইট, সড়ক বাতি, সিসিটিভি) উন্নয়ন ৫৯.৬০%, নিরবচ্ছিন্ন ইউটিলিটি সংযোগ (বিদ্যুৎ, গ্যাস, পানি) ৪৮.৮০%, প্রশাসনিক অনুমোদন সহজীকরণ ৩৪% এবং দক্ষ শ্রমিক সরবরাহকে ৩০.৪০% উদ্যোক্তা গুরুত্বপূর্ণ সহায়তা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। এছাড়া, চাঁদাবাজি বন্ধে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সহযোগিতা ২৭.৬০%, মালিকানা বা অংশীদারিত্ব সংক্রান্ত দ্বন্দ্ব সমাধান ৬.৪০%, প্রযুক্তি হস্তান্তর বা উন্নয়ন ১৩.২০%, সরকারের নীতিমালা পরিবর্তন ১৭.২০% এবং অন্যান্য সহায়তা (ঋণের সুদ মওকুফ, উচ্চতর প্রশিক্ষণ, কাঁচামাল আমদানি সহজীকরণ, সেবা সহজীকরণ, শিল্প পুলিশ ফাঁড়ি ও ফায়ার স্টেশন স্থাপন, রাজনৈতিক হয়রানি বন্ধ করা, খাত পরিবর্তনের দ্রুত অনুমোদন ইত্যাদি) ২১.৬০% উদ্যোক্তার কাছে প্রয়োজনীয় মর্মে বিবেচিত হয়েছে।

সারণি-২৬: কী কী সহায়তা পেলে প্লট ব্যবহার করতে/ পুনরায় শিল্প চালু করতে পারবেন

বিষয়	সংখ্যা	শতকরা
সহজ শর্তে ব্যাংক ঋণ প্রদান	১৬১	৬৪.৪০%
অবকাঠামোগত (রাস্তাঘাট, ড্রেন, কালভার্ট, সীমানা প্রাচীর, গেইট, সড়ক বাতি, সিসিটিভি) উন্নয়ন	১৪৯	৫৯.৬০%
ইউটিলিটি (বিদ্যুৎ, গ্যাস, পানি) সংযোগ স্থাপন	১২২	৪৮.৮০%
প্রশাসনিক অনুমোদন সহজীকরণ	৮৫	৩৪.০০%
দক্ষ শ্রমিক সরবরাহ	৭৬	৩০.৪০%
চাঁদাবাজি বন্ধে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর প্রয়োজনীয় সহযোগিতা	৬৯	২৭.৬০%
সরকারের নীতিমালা পরিবর্তন	৪৩	১৭.২০%
প্রযুক্তি হস্তান্তর/ উন্নয়ন	৩৩	১৩.২০%
মালিকানা/অংশীদারিত্ব সংক্রান্ত দ্বন্দ্ব সমাধানের সহায়তা	১৬	৬.৪০%
অন্যান্য সহায়তা (ঋণের সুদ মওকুফ, উচ্চতর প্রশিক্ষণ, কাঁচামাল আমদানি সহজীকরণ, সেবা সহজীকরণ, শিল্প পুলিশ ফাঁড়ি ও ফায়ার স্টেশন স্থাপন, রাজনৈতিক হয়রানি বন্ধ করা, খাত পরিবর্তনের দ্রুত অনুমোদন ইত্যাদি)	৫৪	২১.৬০%

চার্ট-২৬: কী কী সহায়তা পেলে প্লট ব্যবহার করতে/ পুনরায় শিল্প চালু করতে পারবেন



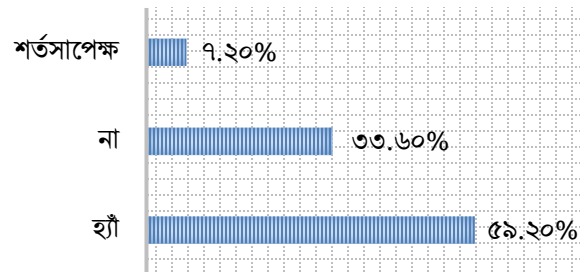
৫.২. নিরবচ্ছিন্ন ইউটিলিটি সার্ভিস পেতে সার্ভিস চার্জ যৌক্তিক বৃদ্ধি করা হলে দিতে আগ্রহী কি না

বিসিক শিল্পনগরীতে নিরবচ্ছিন্ন ইউটিলিটি সার্ভিস (বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানি) প্রাপ্তির জন্য উদ্যোক্তাদের মনোভাব বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে যে, অধিকাংশ উদ্যোক্তা নিরবচ্ছিন্ন ইউটিলিটি সেবা পেতে সার্ভিস চার্জ যৌক্তিক বৃদ্ধি করা হলে সেটি দিতে আগ্রহী। মোট ২৫০ জন উদ্যোক্তার মধ্যে ৫৯.২০% উদ্যোক্তা সার্ভিস চার্জ যৌক্তিক বৃদ্ধি করা হলে সেটি প্রদান করতে রাজি, যেখানে ৩৩.৬০% এতে আগ্রহী নয়। তবে ৭.২০% উদ্যোক্তা শর্তসাপেক্ষে (কারখানা সম্পূর্ণ চালু থাকলে, উদ্যোক্তাদের ঐকমত্যের ভিত্তিতে, খুব বেশি বৃদ্ধি না করা ইত্যাদি) বর্ধিত সার্ভিস চার্জ দিতে ইচ্ছুক। এ থেকে বোঝা যায় যে, শিল্প ইউনিটগুলোর জন্য নিরবচ্ছিন্ন ইউটিলিটি সার্ভিস একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং উদ্যোক্তারা কাক্ষিত উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা নিশ্চিত করতে অতিরিক্ত ব্যয় করতেও প্রস্তুত। এখানে উল্লেখ্য, শিল্পনগরীর উদ্যোক্তাদের জন্য বিসিকের ধার্যকৃত সার্ভিস চার্জ শিল্পনগরীর পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়ের তুলনায় অপ্রতুল। এছাড়া বিসিকের সার্ভিস চার্জ অন্যান্য সমজাতীয় প্রতিষ্ঠানের (বেজা, বেপজা) তুলনায়ও কম।

সারণি-২৭: নিরবচ্ছিন্ন ইউটিলিটি সার্ভিস পেতে অতিরিক্ত সার্ভিস চার্জ দিতে আগ্রহী কি না

বিষয়	সংখ্যা	শতকরা
হ্যাঁ	১৪৮	৫৯.২০%
না	৮৪	৩৩.৬০%
শর্তসাপেক্ষ	১৮	৭.২০%
মোট	২৫০	১০০%

চার্ট-২৭: নিরবচ্ছিন্ন ইউটিলিটি সার্ভিস পেতে অতিরিক্ত সার্ভিস চার্জ দিতে আগ্রহী কি না



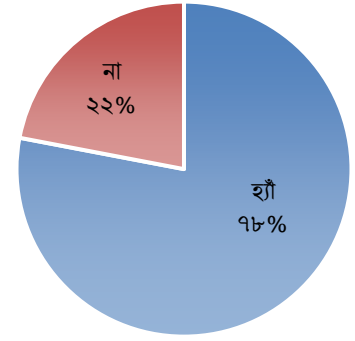
৫.৩. প্লট বরাদ্দপত্রে ধার্যকৃত সময়ের মধ্যে কারখানা স্থাপন না করলে বরাদ্দ বাতিল হয়ে যায়, এ সম্পর্কে ধারণা আছে কি না

বিসিক শিল্পনগরীতে প্লট বরাদ্দপত্রে ধার্যকৃত সময়ের মধ্যে কারখানা স্থাপন না করলে বরাদ্দ বাতিল হওয়ার শর্ত সম্পর্কে উদ্যোক্তাদের ধারণা পর্যালোচনা করলে দেখা গেছে যে, সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ এ বিষয়ে অবগত রয়েছেন। মোট ২৫০টি প্রতিষ্ঠানের ৭৮% বা ১৯৫ জন উদ্যোক্তা এই শর্ত সম্পর্কে জানেন, যেখানে ২২% বা ৫৫ জন উদ্যোক্তা এ বিষয়ে অবগত নয়।

সারণি-২৮: প্লট বরাদ্দপত্রে ধার্যকৃত সময়ের মধ্যে কারখানা স্থাপন না করলে বরাদ্দ বাতিল হয়ে যায়, এ সম্পর্কে ধারণা আছে কি না

বিষয়	সংখ্যা	শতকরা
হ্যাঁ	১৯৫	৭৮%
না	৫৫	২২%
মোট	২৫০	১০০%

চার্ট-২৮: প্লট বরাদ্দপত্রে ধার্যকৃত সময়ের মধ্যে কারখানা স্থাপন না করলে বরাদ্দ বাতিল হয়ে যায়, এ সম্পর্কে ধারণা আছে কি না



ষষ্ঠ অধ্যায়

৬.০. Key Informant Interview (KII) প্রতিবেদন

এই গবেষণাটি আরও সমৃদ্ধকরণের লক্ষ্যে গবেষণার আওতাধীন ২০টি শিল্পনগরী হতে ১০টি শিল্পনগরীতে শিল্পনগরী সংশ্লিষ্ট অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে Key Informant Interview (KII) পরিচালিত হয়। মোট ৩০ জন Key Informant এর নিকট হতে সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। শিল্পনগরীগুলো হলো- ১। বিসিক শিল্পনগরী, কিশোরগঞ্জ ২। বিসিক শিল্পনগরী, নেত্রকোনা ৩। বিসিক শিল্পনগরী, বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী ৪। বিসিক শিল্পনগরী, চৌদ্দগ্রাম, কুমিল্লা ৫। বিসিক শিল্পনগরী, রাঙ্গামাটি ৬। বিসিক শিল্পনগরী, খাগড়াছড়ি ৭। বিসিক শিল্পনগরী, বরিশাল ৮। বিসিক শিল্পনগরী, ভোলা ৯। বিসিক শিল্পনগরী, রাজশাহী ১০। বিসিক শিল্পনগরী, রাজশাহী-২। Key Informant হিসেবে সংশ্লিষ্ট জেলার চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ এর প্রতিনিধি, সংশ্লিষ্ট শিল্পনগরী কার্যালয়/ জেলা কার্যালয় প্রধান এবং উক্ত শিল্পনগরীর মালিক সমিতির প্রতিনিধিসহ শিল্পনগরীস্থ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ শিল্প মালিকের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। সাক্ষাৎকার গ্রহণকালে উক্ত ১০টি শিল্পনগরীতে বিদ্যমান সমস্যা ও সমস্যার পেছনের কারণ, শিল্প প্রতিষ্ঠান রুগ্ন/বন্ধ হওয়ার কারণ, বরাদ্দকৃত প্লটে উদ্যোক্তাদের শিল্প স্থাপন না করার কারণ, বরাদ্দকৃত শিল্প প্লটের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করণীয় ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়। KII হতে প্রাপ্ত তথ্যাবলি নিম্নে পর্যালোচনা করা হলো:

৬.১. শিল্পনগরীতে বিদ্যমান প্রধান সমস্যাসমূহ:

• অবকাঠামোগত সমস্যা:

শিল্পনগরীগুলোতে বিদ্যমান সমস্যা প্রসঙ্গে আলোচনায় দেখা যায় যে, শিল্পনগরীগুলোর অপরিাপ্ত অবকাঠামোগত সুবিধা একটি প্রধান সমস্যা। এসব শিল্পনগরীতে ভাঙ্গা রাস্তাঘাট, প্রধান সড়কের তুলনায় শিল্পনগরীর নিচু রাস্তা, রাস্তা ভেঙ্গে রাস্তার পাশের ড্রেন ভরাট হয়ে যাওয়া, সরু ড্রেন, ভাঙ্গা কালভার্ট, অল্প বৃষ্টিতেই শিল্পনগরীতে পানি জমে যাওয়া ইত্যাদি সমস্যার ফলে বিদ্যমান উদ্যোক্তাগণ তাদের ব্যবসা পরিচালনায় প্রতিনিয়ত বাধার সম্মুখীন হচ্ছেন। এছাড়া, বরাদ্দ প্রাপ্তির পর শিল্প স্থাপন না করা উদ্যোক্তাগণ অবকাঠামোগত এসকল সমস্যাকে তাদের শিল্প স্থাপন না করার কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। শিল্পনগরীসমূহে আরেকটি প্রধান সমস্যা হলো- শিল্পনগরীগুলোয় সীমানা প্রাচীর, গেইট, নিরাপত্তা প্রহরী, সড়কবাতি ও সিসিটিভি না থাকা। ফলে, এ সকল শিল্পনগরীতে প্রায়ই কারখানার মালামাল চুরি, ছিনতাই ও চাঁদাবাজির মত ঘটনা ঘটছে। পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা না থাকায় অনেক শিল্পনগরী মাদকসেবীদের নিরাপদ আশ্রয়স্থল হয়ে উঠছে। এই নিরাপত্তা ঝুঁকির কারণে উদ্যোক্তাগণ শিল্পনগরীতে বিনিয়োগে আগ্রহ হারিয়ে ফেলছেন। একই সাথে, উৎপাদনরত কারখানাসমূহের উৎপাদন কার্যক্রম মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে।

• নিরবচ্ছিন্ন ইউটিলিটি সংযোগ না থাকা:

সাক্ষাৎকার গ্রহণকালে উত্তরদাতাগণ বিসিক শিল্পনগরীসমূহে ইউটিলিটি সংক্রান্ত সমস্যার কথা তুলে ধরেন। ইউটিলিটি সংক্রান্ত সমস্যা উদ্যোক্তাদের শিল্প পরিচালনায় বড় ধরনের অসুবিধা সৃষ্টি করছে। এখানে প্রধান সমস্যা হলো- নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ, পানি ও গ্যাসের সরবরাহ না থাকা। নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুতের অভাবে কারখানার যন্ত্রপাতি চালানো ব্যাহত হচ্ছে এবং উৎপাদন প্রক্রিয়া ধীর হয়ে যাচ্ছে। এদিকে পর্যাপ্ত পানি সরবরাহ না থাকায় প্রক্রিয়াজাতকরণ ও অন্যান্য উৎপাদন কাজে সমস্যা দেখা দিচ্ছে। পাশাপাশি গ্যাস সরবরাহ অনিয়মিত থাকার কারণেও উৎপাদন প্রক্রিয়া ব্যাহত হচ্ছে। এসকল সমস্যার কারণে উৎপাদন কার্যক্রম সময়মতো সম্পন্ন করা সম্ভব হচ্ছে না এবং উদ্যোক্তাগণ অর্থনৈতিক ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছেন। এছাড়া, ইউটিলিটি সংক্রান্ত দীর্ঘমেয়াদি সমস্যা নতুন বিনিয়োগ ও শিল্প সম্প্রসারণেও বাধা সৃষ্টি করছে।

- **পর্যাপ্ত পরিকল্পনার অভাব:**

বিসিক শিল্পনগরীগুলোর উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা এবং প্রয়োজনভিত্তিক মাস্টারপ্ল্যানের অভাব একটি বড় সমস্যা। অনেক ক্ষেত্রেই শিল্পনগরী প্রতিষ্ঠার সময় ভবিষ্যতের শিল্প সম্প্রসারণ, যানবাহন চলাচল, ড্রেনেজ ব্যবস্থা, বিদ্যুৎ ও গ্যাস সরবরাহের চাহিদা ইত্যাদি বিষয় যথাযথভাবে বিবেচনা করা হয়নি। ফলে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে শিল্পনগরীগুলো অপ্রতুল অবকাঠামোর কারণে অচলাবস্থায় পড়ছে।

- **বাজেট বরাদ্দের ঘাটতি:**

শিল্পনগরীগুলোর উন্নয়ন, সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বরাদ্দকৃত বাজেট প্রয়োজনের তুলনায় খুবই কম। ফলে রাস্তা মেরামত, ড্রেন সংস্কার, সড়কবাতি স্থাপন, নিরাপত্তা ব্যবস্থা (সীমানা প্রাচীর ও গেইট নির্মাণ, নিরাপত্তা প্রহরী মোতায়েন) জোরদার করা ইত্যাদি কার্যক্রম নিয়মিতভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হয় না।

- **উদ্যোক্তাদের অপ্রতুল সার্ভিস চার্জ:**

শিল্পনগরীর উদ্যোক্তাদের জন্য ধার্যকৃত সার্ভিস চার্জ শিল্পনগরীর পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়ের তুলনায় অপ্রতুল। এছাড়া, রুগ্ন/বন্ধ শিল্প কারখানার উদ্যোক্তাগণ আর্থিক সক্ষমতার অভাবে সার্ভিস চার্জ প্রদানে অনীহা প্রকাশ করায় ধার্যকৃত সার্ভিস চার্জও সম্পূর্ণভাবে আদায় করা সম্ভব হয় না। ফলে সার্ভিস চার্জ হতে প্রাপ্ত অর্থ দিয়ে শিল্পনগরীর অবকাঠামো উন্নয়ন ও যথাযথ নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা সম্ভব হয় না।

- **ওভারলোডেড যানবাহন চলাচল:**

শিল্পনগরীর সড়ক ও ড্রেনেজ নির্দিষ্ট নকশা ও সক্ষমতা অনুযায়ী নির্মিত। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায়, অনেক উদ্যোক্তা অতিরিক্ত ওজনের ভারী ট্রাক, কন্টেইনার ও লোডেড যানবাহন ব্যবহার করেন যা অনুমোদিত সীমার বাইরে। যার ফলে রাস্তাঘাট দ্রুত ক্ষতিগ্রস্ত হয়, গর্ত সৃষ্টি হয়, রাস্তার পাশের ড্রেন ভেঙে যায় এবং বৃষ্টির সময় জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয়। নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণের ঘাটতির কারণে এসব ক্ষতি আরও বাড়তে থাকে।

- **সমন্বয়হীন প্রশাসনিক কাঠামো:**

বিসিক কর্তৃপক্ষ, স্থানীয় সরকার সংস্থা এবং অন্যান্য ইউটিলিটি সংস্থার মধ্যে সমন্বয়ের অভাব রয়েছে। বিদ্যুৎ, পানি ও গ্যাস সংযোগ, রাস্তা সংস্কার, ড্রেন পরিষ্কারকরণ ইত্যাদি কাজে কোনো সমন্বিত পদক্ষেপ না থাকায় সমস্যা দীর্ঘস্থায়ী হয়ে ওঠে। এছাড়া, উদ্যোক্তারা বিসিককে সার্ভিস চার্জ প্রদানের পরও স্থানীয় সরকার সংস্থাকে হোল্ডিং ট্যাক্স দিতে বাধ্য হন, যা তাদের ওপর আর্থিক চাপ তৈরি করে। এর পেছনে কারণ হিসেবে প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে সমন্বয়ের অভাব দায়ী। এছাড়া বিসিকের প্রশাসনিক কাজে স্থানীয় কার্যালয়গুলোর প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতা সীমিত থাকায় উদ্যোক্তাদের কিছু কিছু সেবা প্রদানে বিলম্ব হয়।

- **দীর্ঘমেয়াদি রক্ষণাবেক্ষণ পরিকল্পনার অভাব:**

শিল্পনগরী স্থাপনের পর অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিয়মিত পরিদর্শন, মেরামত বা সংস্কারের কোনো সুস্পষ্ট রক্ষণাবেক্ষণ কাঠামো গড়ে তোলা হয়নি। ফলস্বরূপ সময়ের সাথে রাস্তা, ড্রেন, পানি সরবরাহ লাইন নষ্ট হলেও তা দ্রুত মেরামত করা হয় না।

- **বর্জ্য ব্যবস্থাপনার অভাব:**

কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য শিল্পনগরীতে পর্যাপ্ত অবকাঠামো না থাকায় এবং ইটিপি স্থাপনযোগ্য শিল্প ইউনিটগুলো ইটিপি স্থাপন না করায় শিল্পনগরীগুলো ও তার আশেপাশের এলাকায় পরিবেশ দূষণ বেড়েছে। এসব সমস্যার পেছনে পরিকল্পনার অভাব ও বাজেট ঘাটতি দায়ী।

- **শিল্প সহায়ক সুযোগ সুবিধার অভাব:**

বিসিক শিল্পনগরীর উদ্যোক্তাগণকে বেজা ও বেপজার মত বিভিন্ন শিল্প সহায়ক সুবিধা প্রদান করা যাচ্ছে না। বেজা ও বেপজা উন্নত ওয়ান স্টপ সার্ভিস (OSS), দীর্ঘমেয়াদি কর অবকাশ (Tax Holiday) এবং শুদ্ধমুক্ত আমদানির সুবিধা দিলেও বিসিকে এসব সুবিধা অত্যন্ত সীমিত। বেজা/বেপজার মতো আধুনিক সেন্ট্রাল এফ্লুয়েন্ট ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট (CETP), নিরবচ্ছিন্ন উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন বিদ্যুৎ ও গ্যাস সংযোগের অভাব বিসিকের অনেক শিল্পনগরীতে প্রকট। বেপজা বা বেজা এলাকাগুলো আন্তর্জাতিক মানের নিরাপত্তা এবং উন্নত পরিবেশগত কমপ্লায়েন্স নিশ্চিত করতে পারলেও বিসিকের পুরনো শিল্পনগরীগুলোতে তা অনেক ক্ষেত্রে সম্ভব হচ্ছে না। বিসিকের জমি লিজ এবং কারখানা স্থাপনের প্রক্রিয়াটি বেজার মতো আধুনিক ও প্রযুক্তিগতভাবে দ্রুততর নয়, যা উদ্যোক্তাদের বিনিয়োগে নিরুৎসাহিত করে।

- **৬.২. প্লট বরাদ্দ পাওয়ার পরও শিল্প ইউনিট স্থাপন না করার কারণসমূহ:**

বিসিক শিল্পনগরীতে অনেক উদ্যোক্তা প্লট বরাদ্দ পাওয়ার পরও সেখানে শিল্প ইউনিট স্থাপন করতে পারেননি। মূলত অপরিকল্পিতভাবে প্লট বরাদ্দ নেয়া, শিল্পে অনগ্রসর এলাকা ও রাজনৈতিক বিবেচনায় শিল্পনগরীর স্থান নির্বাচন, অবকাঠামোগত সীমাবদ্ধতা, আর্থিক সংকট, প্রশাসনিক জটিলতা এসব কারণেই এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। নিচে কারণসমূহ বিশদভাবে উপস্থাপন করা হলো:

- **অপরিকল্পিতভাবে প্লট বরাদ্দ নেয়া:**

কিছু কিছু উদ্যোক্তা বাস্তব চাহিদা, আর্থিক সক্ষমতা ও বাজার বিশ্লেষণ ছাড়া শুধুমাত্র প্লট পাওয়ার সুযোগ দেখেই বরাদ্দ নেন। পরবর্তীতে কার্যক্রম শুরু করতে গিয়ে তারা শিল্প স্থাপনে অক্ষম হয়ে পড়েন।

- **চাহিদাভিত্তিক শিল্পনগরী স্থাপনে দুর্বলতা:**

বিসিকের অনেকগুলো শিল্পনগরীর জন্য অর্থনৈতিক গুরুত্ব ও চাহিদা বিবেচনা না করে রাজনৈতিকভাবে স্থান নির্বাচন করায় অনেক উদ্যোক্তা প্লট বরাদ্দ পেলেও সেখানে বিনিয়োগ করতে আগ্রহী হচ্ছেন না। অনগ্রসর এলাকায় কাঁচামালের অপ্রাপ্যতা এবং অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার কারণে পণ্য পরিবহন খরচ অনেক বেড়ে যায়। এছাড়াও, দক্ষ শ্রমিক, পর্যাপ্ত বিদ্যুৎ-গ্যাস সংযোগ এবং প্রয়োজনীয় ব্যাংক-বীমা সুবিধার অভাবে শিল্প স্থাপন ঝুঁকিপূর্ণ মনে হয়। বাজার থেকে দূরে হওয়ায় উৎপাদিত পণ্য বাজারজাত করা কঠিন হয়ে পড়ে, ফলে বরাদ্দ পাওয়ার পরও প্লটগুলো বছরের পর বছর খালি পড়ে থাকে।

- **মূলধনের ঘাটতি:**

অনেক উদ্যোক্তা প্লট বরাদ্দ নিলেও পর্যাপ্ত মূলধনের অভাবে শিল্প স্থাপন করতে পারেন না। শিল্প স্থাপনের প্রাথমিক ব্যয় যেমন ভবন নির্মাণ, যন্ত্রপাতি ক্রয়, কাঁচামাল সংগ্রহ ইত্যাদির জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ না থাকায় তারা কার্যক্রম শুরু করতে ব্যর্থ হন।

- **ঋণ সুবিধা প্রাপ্তিতে জটিলতা:**

ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের ঋণ প্রদানে অনাগ্রহী বা নানা শর্তারোপ করে। পর্যাপ্ত জামানত না থাকা, কাগজপত্রের জটিলতা এবং দীর্ঘ প্রক্রিয়া উদ্যোক্তাদের ঋণ প্রাপ্তিতে নিরুৎসাহিত করে। তাছাড়া, অধিকাংশ উদ্যোক্তা বিসিকের প্লট লিজ ডিড করতে বিলম্ব করায় প্লট বন্ধক দিয়ে ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে ঋণ সুবিধা নিতে পারেন না।

- **অপর্যাপ্ত অবকাঠামোগত সুবিধা:**

শিল্পনগরীর ভাঙা রাস্তাঘাট ও অনুপযুক্ত ড্রেনেজ ব্যবস্থার কারণে উদ্যোক্তারা কারখানা স্থাপনের উপযোগী পরিবেশ পান না। এছাড়া শিল্পনগরীর পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা না থাকায় (সীমানা প্রাচীর, প্রবেশ গেইট, নিরাপত্তা প্রহরী ও সড়ক বাতির অভাব) উদ্যোক্তারা তাদের বিনিয়োগ নিরাপদ মনে করেন না। ফলে তারা প্লটে শিল্প স্থাপনে নিরুৎসাহিত হন।

- **ইউটিলিটি সংযোগের অভাব:**

কিছু শিল্পনগরীতে গ্যাস সংযোগ না থাকায় শিল্প উৎপাদন শুরু করা অসম্ভব হয়ে পড়েছে। এছাড়া, উদ্যোক্তাগণ গ্যাস, পানি ও বিদ্যুৎ ইত্যাদি ইউটিলিটি সার্ভিসের সংযোগ পেতে বিভিন্ন ধরনের প্রশাসনিক জটিলতার সম্মুখীন হন। অনেক উদ্যোক্তা দীর্ঘদিন অপেক্ষা করেও এসব সুবিধা না পাওয়ায় প্লট ব্যবহার থেকে বিরত থাকেন।

- **দক্ষ মানবসম্পদের ঘাটতি:**

স্থানীয়ভাবে দক্ষ শ্রমিক বা কারিগরি জনশক্তির অভাব থাকায় উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালনা কঠিন হয়ে পড়ে। ফলে উদ্যোক্তারা প্রয়োজনীয় মানবসম্পদ নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত বিনিয়োগ স্থগিত রাখেন।

- **প্রযুক্তিগত সীমাবদ্ধতা:**

উদ্যোক্তারা আধুনিক প্রযুক্তি সম্পর্কে সচেতন না হওয়া বা যন্ত্রপাতি আমদানিতে জটিলতার কারণে শিল্প স্থাপন করতে দেরি করেন বা সম্পূর্ণভাবে উদ্যোগ ত্যাগ করেন।

- **প্রশাসনিক ও আইনগত জটিলতা:**

প্লট হস্তান্তর, অনুমোদন, পরিবেশ ছাড়পত্র, নির্মাণ অনুমতি ইত্যাদি প্রশাসনিক প্রক্রিয়া জটিল ও সময়সাপেক্ষ হওয়ায় উদ্যোক্তারা নিরুৎসাহিত হন।

- **কাঁচামালের অপ্রাপ্যতা:**

কিছু কিছু শিল্পনগরীতে প্রয়োজনীয় কাঁচামাল স্থানীয়ভাবে সহজলভ্য না হওয়ায় উৎপাদন ব্যয় বেড়ে যায় এবং সরবরাহের বিষয়টি অনিশ্চিত থাকে। এতে উদ্যোক্তারা বিনিয়োগ ঝুঁকি নিতে চান না।

- **রাজনৈতিক ও সামাজিক বাধা:**

স্থানীয় রাজনৈতিক প্রভাব, সমাজের প্রভাবশালী মহলের বিরোধিতা কিংবা শ্রমিক সংগঠনের চাপ অনেক সময় শিল্প স্থাপন প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করে।

- **বাজারে চাহিদার ঘাটতি:**

পণ্যের সম্ভাব্য বাজার অনিশ্চিত বা সীমিত হলে উদ্যোক্তারা মনে করেন যে, উৎপাদিত পণ্য বিক্রিতে ক্ষতির ঝুঁকি বেশি—ফলে তারা শিল্প স্থাপন থেকে বিরত থাকেন।

- **ব্যক্তিগত বা পারিবারিক সমস্যা:**

কিছু উদ্যোক্তা ব্যক্তিগত আর্থিক সংকট, পারিবারিক মতবিরোধ ও ওয়ারিশজনিত সমস্যা বা অসুস্থতার কারণে তাদের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে পারেন না।

- **আইনি জটিলতা:**

জমি বা প্লট সংক্রান্ত মালিকানা বিরোধ, কাগজপত্রের অসঙ্গতি বা আদালতে মামলা চলমান থাকলে উদ্যোক্তারা শিল্প স্থাপন করতে পারেন না।

- **অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা:**

শিল্পনগরীর ভৌগোলিক অবস্থান অনুকূল না হলে বা প্রধান সড়কের সঙ্গে পর্যাপ্ত সংযোগ সড়ক না থাকলে কাঁচামাল ও পণ্য পরিবহন ব্যয়বহুল হয়ে পড়ে, যা শিল্প স্থাপন নিরুৎসাহিত করে।

৬.৩. শিল্প ইউনিট স্থাপনের পর সেটি রুগ্ন বা বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণসমূহ:

শিল্পনগরীতে অনেক উদ্যোক্তা সফলভাবে শিল্প ইউনিট স্থাপন করলেও সময়ের সাথে সাথে অর্থনৈতিক, প্রযুক্তিগত, প্রশাসনিক, সামাজিক ও নীতিগত ইত্যাদি কারণে তা রুগ্ন বা বন্ধ হয়ে যায়। নিচে এসব কারণ বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করা হলো:

- **আর্থিক সংকট ও ঋণ সমস্যা:**

শিল্প ইউনিট পরিচালনার অন্যতম প্রধান সমস্যা হলো পর্যাপ্ত মূলধনের ঘাটতি। অনেক উদ্যোক্তা ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ পেতে ব্যর্থ হন, আবার কেউ ঋণ নিয়ে তা পরিশোধে ডিফল্টার হয়ে পড়েন। উৎপাদন ব্যয় বেড়ে যাওয়া, কাঁচামালের দাম বৃদ্ধি এবং বিক্রয় আয়ের ঘাটতির কারণে আর্থিকভাবে উদ্যোক্তা অস্থির হয়ে পড়েন। ফলে ব্যবসা ধীরে ধীরে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়ে এবং শেষ পর্যন্ত বন্ধ হয়ে যায়।

- **দক্ষ মানবসম্পদের অভাব:**

অনেক শিল্প কারখানায় স্থানীয় পর্যায়ে দক্ষ কারিগর, প্রযুক্তিবিদ ও প্রশিক্ষিত শ্রমিকের অভাব দেখা যায়। প্রশিক্ষিত শ্রমিক না থাকায় উৎপাদন প্রক্রিয়ায় অপচয় বৃদ্ধি পায় এবং উৎপাদনশীলতা কমে যায়। এতে উৎপাদন ব্যয় বেড়ে শিল্পের প্রতিযোগিতা সক্ষমতা হ্রাস পায়।

- **ব্যবস্থাপনাগত দুর্বলতা ও প্রশাসনিক অদক্ষতা:**

অনেক উদ্যোক্তা শিল্প পরিচালনায় অভিজ্ঞ নন। ব্যবস্থাপনার ভুল সিদ্ধান্ত, দুর্বল আর্থিক পরিকল্পনা, বাজার বিশ্লেষণের অভাব ও অপরিপক্বিত উৎপাদন ব্যবস্থার কারণে প্রতিষ্ঠান লোকসানে পড়ে। তাছাড়া অংশীদারিত্বভিত্তিক কোম্পানিতে পারস্পরিক মতবিরোধ বা দ্বন্দ্ব শিল্প পরিচালনায় বড় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে।

- **বাজার সংকট ও বিপণন কৌশলের ঘাটতি:**

অনেক উদ্যোক্তা বাজার গবেষণা না করেই উৎপাদন শুরু করেন, ফলে পণ্যের ধরন ও বাজার চাহিদার মধ্যে অসামঞ্জস্য দেখা দেয়। এই বিপণন ঘাটতির কারণে শিল্প ইউনিট রুগ্ন হয়ে পড়ে।

- **কাঁচামাল সরবরাহ ও জ্বালানি ঘাটতি:**

কাঁচামালের অপ্রতুলতা বা দাম বৃদ্ধি উৎপাদন ব্যয় বাড়িয়ে দেয়। অনেক সময় কাঁচামাল আমদানি নির্ভর হওয়ায় বৈদেশিক মুদ্রার সংকট বা বৈশ্বিক সরবরাহ ব্যাহত হলে উৎপাদন বন্ধ হয়ে যায়। একইভাবে, গ্যাস ও বিদ্যুৎ সরবরাহে বিঘ্ন ঘটলে উৎপাদন ধারাবাহিকতা বজায় রাখা যায় না।

- **প্রযুক্তিগত সীমাবদ্ধতা ও পুরোনো যন্ত্রপাতি:**

অনেক কারখানায় পুরোনো প্রযুক্তি ব্যবহারের কারণে উৎপাদন কম হয়, মান নিয়ন্ত্রণে সমস্যা দেখা দেয় এবং উৎপাদন খরচ বেড়ে যায়। নতুন প্রযুক্তি গ্রহণে বিনিয়োগের অভাব ও প্রশিক্ষণের ঘাটতি শিল্পকে আধুনিক প্রতিযোগিতার বাইরে ঠেলে দেয়।

- **আইনি, মালিকানা ও প্রশাসনিক জটিলতা:**

মামলাজনিত সমস্যা, ওয়ারিশান জটিলতা বা অবৈধ দখল শিল্প কার্যক্রমকে স্থবির করে দেয়। তাছাড়া বিসিক বা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রশাসনিক ধীরগতি ও অনুমোদন প্রক্রিয়ার জটিলতাও শিল্প ইউনিট পুনরায় সচল করাকে কঠিন করে তোলে।

- **নীতিগত ও পরিবেশগত প্রতিবন্ধকতা:**

কখনো কখনো সরকারের নতুন শিল্পনীতি, পরিবেশগত বিধিনিষেধ বা করনীতির পরিবর্তনের ফলে শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো অনিশ্চয়তার মুখে পড়ে। পরিবেশগত নিষেধাজ্ঞা বা অনুমোদন জটিলতা উৎপাদন বন্ধ করে দেয়।

- **বৈশ্বিক ও সামাজিক প্রভাব:**

যুদ্ধ, মহামারী (যেমন কোভিড-১৯) বা বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দার কারণে সাপ্লাই চেইন ভেঙে পড়ে এবং পণ্যের চাহিদা কমে যায়। এছাড়া স্থানীয় রাজনৈতিক অস্থিরতা, সামাজিক দ্বন্দ্ব বা চাঁদাবাজি শিল্প পরিচালনায় বাধা সৃষ্টি করে।

সপ্তম অধ্যায়

৭.০. সুপারিশ ও উপসংহার

৭.১. সুপারিশমালা

গবেষণালব্ধ তথ্য-উপাত্ত এবং উদ্যোক্তাদের মতামতের ভিত্তিতে বিসিক শিল্পনগরীতে বরাদ্দকৃত প্লটসমূহের সর্বোচ্চ ব্যবহার এবং রুগ্ন/বন্ধ শিল্প পুনরুজ্জীবনে নিম্নোক্ত সুপারিশসমূহ বাস্তবায়ন করা যেতে পারে:

(ক) অবকাঠামো ও নিরাপত্তা উন্নয়ন

- ১) জরিপে অংশগ্রহণকারী অধিকাংশ উদ্যোক্তার দাবি অনুযায়ী, শিল্পনগরীর সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সীমানা প্রাচীর নির্মাণ, পর্যাপ্ত সড়ক বাতি স্থাপন এবং সিসিটিভি ক্যামেরার মাধ্যমে ২৪/৭ ডিজিটাল মনিটরিং নিশ্চিত করা যেতে পারে।
- ২) যেহেতু জরিপে অংশগ্রহণকারী ২৫০ জন উদ্যোক্তার মধ্যে অধিকাংশ (৫৯.২০%) উদ্যোক্তা নিরবচ্ছিন্ন ইউটিলিটি সংযোগের বিনিময়ে সার্ভিস চার্জ যৌক্তিক বৃদ্ধি করা হলে সেটি দিতেও রাজি, তাই বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানির নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ নিশ্চিত করতে পৃথক শিল্প ফিডার স্থাপন করা যেতে পারে।
- ৩) শিল্পনগরীর অভ্যন্তরে ড্রেনেজ ব্যবস্থা, রাস্তাঘাট ও যোগাযোগ অবকাঠামো নিয়মিত সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বিসিকের বাজেটে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ নিশ্চিত করা যেতে পারে যেন পণ্য পরিবহনে কোনো বিঘ্ন না ঘটে।
- ৪) শিল্প ইউনিটসমূহ থেকে উৎপন্ন তরল ও কঠিন বর্জ্য পরিকল্পিতভাবে সংগ্রহ, ব্যবস্থাপনা ও শোধন করার লক্ষ্যে শিল্পনগরীসমূহে কেন্দ্রীয়/ক্লাস্টার ভিত্তিতে বর্জ্য শোধনাগার ও ডাম্পিং ইয়ার্ড স্থাপনকে অগ্রাধিকার প্রদান করা যেতে পারে।
- ৫) শিল্পনগরীর সড়ক ও ড্রেনেজ নির্দিষ্ট নকশা ও ধারণক্ষমতা অনুযায়ী নির্মিত। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায়, অনেক উদ্যোক্তা অতিরিক্ত ওজনের ভারী যানবাহন ব্যবহার করেন যা অনুমোদিত সীমার বাইরে। এর ফলে শিল্পনগরীর অভ্যন্তরীণ সড়ক দ্রুত ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং ড্রেনেজ ব্যবস্থার ওপরও অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি হয়। শিল্পনগরী একটি সমন্বিত এলাকা। এখানে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, রাস্তা ও ড্রেন ব্যবহার, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ইত্যাদিতে উদ্যোক্তাদের দায়িত্বশীল আচরণ নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

(খ) আর্থিক ও ঋণ সহায়তা সহজীকরণ

- ১) প্লট বরাদ্দ পাওয়ার পরও শিল্প ইউনিট স্থাপন না করা ৬৭.১৬% উদ্যোক্তার মূলধন সংকট দূর করতে সহজ শর্তে ঋণ/ আর্থিক সহায়তা প্রদানের জন্য বিসিক, বাংলাদেশ ব্যাংক ও সরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের সমন্বয়ে একটি বিশেষ তহবিল গঠন করা যেতে পারে।
- ২) রুগ্ন/বন্ধ শিল্প ইউনিটসমূহের মধ্যে ৫৪.৩১% শিল্পের সম্পূর্ণরূপে চালু না হওয়ার প্রধান কারণ আর্থিক সংকট। এসব প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অবস্থা, ঋণের পরিমাণ, উৎপাদন সক্ষমতা ও পুনরায় চালুর সম্ভাবনা যাচাইপূর্বক ব্যাংক ঋণ পুনঃতফসিলীকরণ (Rescheduling) এবং স্বল্প সুদে চলতি মূলধন (Working Capital) প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

(গ) প্রশাসনিক ও নীতিগত সংস্কার

- ১) বিসিকের ওয়ান স্টপ সার্ভিস (OSS) এর মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের সকল প্রয়োজনীয় লাইসেন্স, ছাড়পত্র ও অনুমোদন প্রাপ্তি সহজ করতে 'সিঙ্গেল উইন্ডো' সেবা নিশ্চিত করা যেতে পারে।
- ২) 'বিসিক প্লট বরাদ্দ ও ব্যবস্থাপনা নীতিমালা-২০২৩'-এর ১৩(০৩) অনুচ্ছেদে উল্লেখ রয়েছে, “বরাদ্দ বা হস্তান্তরের মাধ্যমে প্রাপ্ত শিল্প প্লট প্রাপ্তির তারিখ হতে পরবর্তী ০৫ (পাঁচ) বছর হস্তান্তরযোগ্য হবে না। তবে শর্ত থাকে যে, ইজারা গ্রহীতার মৃত্যু হলে ওয়ারিশানদের অনুকূলে হস্তান্তর করা যাবে।” বাস্তবে লক্ষ্য করা যায়, আর্থিক বা অন্য কোনো সমস্যার কারণে অনেক শিল্প উদ্যোক্তা তাদের প্রাপ্ত প্লটে শিল্প ইউনিট স্থাপন করছে না অথবা শিল্প ইউনিট স্থাপনের পর বেশ কিছুদিন উৎপাদন কার্যক্রম চালু রাখার পর হঠাৎ করে প্লটগুলো রুগ্ন বা বন্ধ অবস্থায় ফেলে রাখছে। এমনকি উল্লিখিত অনুচ্ছেদের কারণে ০৫ (পাঁচ) বছরের আগে সম্ভাবনাময় কোন উদ্যোক্তার নিকট হস্তান্তরও করতে পারছে না। ফলে শিল্পনগরীগুলোতে অব্যবহৃত শিল্প প্লটের সংখ্যা বাড়ছে। এক্ষেত্রে উদ্যোক্তার প্লট প্রাপ্তির তারিখ হতে পরবর্তী ০৫ (পাঁচ) বছরের মধ্যে হস্তান্তরযোগ্য হবে না- এই সময়সীমা ০৫ (পাঁচ) বছরের পরিবর্তে ০৩ (তিন) বছর নির্ধারণপূর্বক 'বিসিক প্লট বরাদ্দ ও ব্যবস্থাপনা নীতিমালা-২০২৩'-এর ১৩(০৩) অনুচ্ছেদটি সংশোধন করা যেতে পারে।
- ৩) বিসিক হতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অতি ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের শিল্পনগরীতে ছোট আকারের প্লট বরাদ্দে অগ্রাধিকার প্রদানের বিষয়টি 'বিসিক প্লট বরাদ্দ ও ব্যবস্থাপনা নীতিমালা-২০২৩'-এ অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। এতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও সম্ভাবনাময় উদ্যোক্তারা স্বল্প পরিসরে শিল্প ইউনিট স্থাপন করে উৎপাদন কার্যক্রম শুরু করতে পারবেন এবং পর্যায়ক্রমে তাদের ব্যবসা সম্প্রসারণের সুযোগ সৃষ্টি হবে।
- ৪) প্লট বরাদ্দপত্রে ধার্যকৃত সময়ের মধ্যে শিল্প স্থাপনের শর্তটি (যা ৭৮% উদ্যোক্তা জানেন) কঠোরভাবে পালন নিশ্চিত করা যেতে পারে। তবে কাজ শুরু করতে না পারার যৌক্তিক কারণ (যেমন ইউটিলিটি সংযোগের অভাব) থাকলে তা দ্রুত সমাধানে উদ্যোক্তাকে বিসিকের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করা যেতে পারে।
- ৫) মামলাধীন শিল্প প্লটসমূহের মামলা দ্রুত ও কার্যকরভাবে নিষ্পত্তি করার লক্ষ্যে বিসিকের সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়ে আইন কর্মকর্তা পদায়ন করা যেতে পারে।

(ঘ) মানবসম্পদ ও বাজার উন্নয়ন

- ১) ৩৩.৬২% রুগ্ন/বন্ধ শিল্পের দক্ষ জনবল সংকট মেটাতে শিল্পনগরীগুলোতে হাতে-কলমে প্রশিক্ষণের জন্য বিসিকের দক্ষতা উন্নয়ন কেন্দ্রসমূহে চাহিদাভিত্তিক প্রশিক্ষণ কোর্স চালু করা যেতে পারে। এছাড়া, এই উদ্দেশ্য পূরণে কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহের (টিটিসি) সাথে যৌথ উদ্যোগে ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা যেতে পারে।
- ২) বিসিক শিল্পনগরীর উৎপাদিত পণ্যের রপ্তানি বৃদ্ধি ও স্থানীয় বাজারে প্রচারের জন্য বিসিকের বিদ্যমান 'বিসিক মেলা' আয়োজন এবং অনলাইন বিক্রয় বৃদ্ধির জন্য ডিজিটাল মার্কেটিং প্ল্যাটফর্মে বিসিকের সেবা আরও সুসংহত ও কার্যকর করণে উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে।
- ৩) নারী উদ্যোক্তাদের শিল্প খাতে অংশগ্রহণ উৎসাহিত করতে বিসিক শিল্পনগরীর প্লট বরাদ্দে ১০% কোটা সংরক্ষণের বিষয়টি আরও ব্যাপকভাবে প্রচার করা যেতে পারে।

(ঙ) প্রাতিষ্ঠানিক সমন্বয় ও মনিটরিং

- ১) শিল্প স্থাপনে প্রয়োজনীয় লাইসেন্স ও অনুমোদন প্রাপ্তিতে অন্যান্য সরকারি দপ্তরের যে প্রশাসনিক জটিলতা (২৬.১২%) রয়েছে, তা নিরসনে শিল্প মন্ত্রণালয়, জ্বালানি মন্ত্রণালয় এবং স্থানীয় প্রশাসনের সমন্বয়ে সমস্যাবলি চিহ্নিত করে নিয়মিত তদারকির জন্য টাস্ক ফোর্স গঠন করা যেতে পারে।
- ২) শিল্পনগরীস্থ শিল্প ইউনিটসমূহকে লিজ ডিড রেজিস্ট্রেশন ও হোল্ডিং ট্যাক্স বাবদ বিসিকের ফি প্রদানের পাশাপাশি একই বিষয়ে সরকারকেও ট্যাক্স প্রদান করতে হয় যা উদ্যোক্তাদের ওপর আর্থিক চাপ সৃষ্টি করে; তাই এ ধরনের দ্বৈত কর/ফি থেকে অব্যাহতি প্রদানের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় নীতিগত ও প্রশাসনিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে।
- ৩) শিল্পনগরীর প্রতিটি প্লটের হালনাগাদ অবস্থা (নির্মাণাধীন/উৎপাদনে/বন্ধ) পর্যবেক্ষণের জন্য জিআইএস (GIS) ভিত্তিক ড্যাশবোর্ড চালু করা যেতে পারে।
- ৪) শিল্পনগরীতে প্লট বরাদ্দ দেওয়ার পূর্বেই উদ্যোক্তাদের আর্থিক সক্ষমতা ভালোভাবে যাচাই করা প্রয়োজন যাতে বরাদ্দকৃত প্লটে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শিল্প ইউনিট স্থাপন ও উৎপাদন কার্যক্রম চালুর বিষয়টি নিশ্চিত করা যায়। পাশাপাশি, উদ্যোক্তাদের প্লট বরাদ্দ দেওয়ার পর থেকে শিল্প ইউনিট স্থাপন, অবকাঠামো নির্মাণ, মেশিনারি স্থাপন ও উৎপাদন কার্যক্রম চালুর প্রতিটি ধাপে বিসিকের শক্তিশালী মনিটরিং ব্যবস্থা চালু করা প্রয়োজন যাতে উদ্যোক্তাদের সমস্যা দ্রুত চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা যায়। এছাড়া, বিসিকের কর্মকর্তা এবং শিল্পনগরীর উদ্যোক্তাদের মধ্যে নিয়মিত যোগাযোগ ও সমন্বয় বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। এতে শিল্পনগরীর সামগ্রিক কার্যক্রম আরও কার্যকর ও গতিশীল করা সম্ভব হবে।

৭.২. উপসংহার

বিসিক শিল্পনগরীতে বরাদ্দকৃত শিল্প প্লটের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা কেবল একটি প্রশাসনিক দায়িত্ব নয়, বরং দেশের সামগ্রিক অর্থনীতির গতিশীলতা রক্ষার অপরিহার্য শর্ত। বর্তমান গবেষণার ফলাফল বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, উদ্যোক্তাদের প্রবল সদিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও অবকাঠামোগত সীমাবদ্ধতা, আর্থিক খাতের অসহযোগিতা এবং প্রশাসনিক দীর্ঘসূত্রতার কারণে শিল্পায়নের কাজিকত লক্ষ্য অর্জিত হচ্ছে না। বিশেষ করে, পর্যাপ্ত মূলধনের অভাব, নিরাপত্তার শঙ্কা এবং নিরবচ্ছিন্ন ইউটিলিটি সেবার অনিশ্চয়তা নতুন বিনিয়োগের পথে প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

তবে আশার কথা হলো, সিংহভাগ উদ্যোক্তা (৯৭.৭৬%) এখনো তাদের বরাদ্দকৃত জমিতে শিল্প স্থাপনের বিষয়ে ইতিবাচক মনোভাব পোষণ করেন এবং উন্নত সেবার বিনিময়ে বর্ধিত সার্ভিস চার্জ প্রদান করতেও প্রস্তুত। সুতরাং, বিসিক যদি তার বিদ্যমান নীতিমালার আধুনিকায়ন করে, সরকারি ও বেসরকারি ব্যাংকগুলোর সাথে কার্যকর সমন্বয় সাধন করে একটি বিশেষ ঋণ তহবিল গঠন করে এবং 'ওয়ান স্টপ সার্ভিস' ও 'জিআইএস (GIS) ভিত্তিক ড্যাশবোর্ড' ব্যবহারের মাধ্যমে একটি বিনিয়োগ-বান্ধব ও নিরাপদ পরিবেশ নিশ্চিত করতে পারে, তবে অব্যবহৃত প্লটগুলো দ্রুত উৎপাদনশীল ইউনিটে রূপান্তরিত হবে।

পরিশেষে বলা যায়, এই গবেষণায় উপস্থাপিত বাস্তবধর্মী সুপারিশসমূহ—যেমন পৃথক শিল্প ফিডার স্থাপন, বর্জ্য শোধনাগার (CETP) নির্মাণ এবং দক্ষ জনবল তৈরিতে টিটিসির সাথে সমন্বয়—যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হলে বিসিক শিল্পনগরীগুলো রুগ্ন দশা কাটিয়ে পুনরায় প্রাণবন্ত হয়ে উঠবে। এর মাধ্যমে বিপুল সংখ্যক কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে, আমদানি নির্ভরতা হ্রাস পাবে এবং দেশের টেকসই ও অন্তর্ভুক্তিমূলক শিল্পায়ন নিশ্চিত করতে কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি (CMSME) শিল্প খাত একটি শক্তিশালী স্তম্ভ হিসেবে আবির্ভূত হবে।

গ্রন্থপুঞ্জি

BSCIC Act. 1957. The Bangladesh Small and Cottage Industries Corporation Act, 1957, East Pakistan Act no. XVII, 1957.

National Industrial Policy 2016, Ministry of Industry, People's Republic of Bangladesh, 2016.

বিসিক প্লট বরাদ্দ ও ব্যবস্থাপনা নীতিমালা-২০২৩

ড. রঙ্গলাল সেন, ড. মোঃ ফখরুল ইসলাম, নাসরিন সুলতানা, সম্পা দাস, ২০১৭, সামাজিক গবেষণা (বৈজ্ঞানিক জ্ঞান-অন্বেষণ পদ্ধতি-কৌশল), মাতৃভূমি প্রকাশনী, ২০১৭।

ড. মোঃ ফখরুল ইসলাম, মোহাম্মদ ইফতেখার রাসুল, নাসরিন সুলতানা, ২০১৭, সামাজিক গবেষণা পরিচিতি, কালিকলম প্রকাশনা সংস্থা, ২০১৭।

বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০২৫

রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো পকেট পরিসংখ্যান-২০২৫

বিসিক বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২৪-২৫

কোড নং		
ক্যাটাগরি	বরাদ্দকৃত খালি শিল্প প্লট	বুথ/বন্ধ শিল্প ইউনিট

পরিশিষ্ট
গবেষণার তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রণীত প্রশ্নপত্র

বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন (বিসিক)
পরিকল্পনা ও গবেষণা বিভাগ
গবেষণা শাখা
৩৯৮, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮

“বিসিক শিল্পনগরীতে বরাদ্দকৃত শিল্প প্লট অব্যবহৃত থাকার কারণ ও শিল্প প্লটের সর্বোচ্চ ব্যবহার
নিশ্চিতকরণে করণীয়”

[সংগৃহীত তথ্য শুধু গবেষণা কাজে ব্যবহার করা হবে এবং তথ্যের গোপনীয়তা নিশ্চিত করা হবে]

(শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিক/উদ্যোক্তাদের জন্য প্রযোজ্য)

(ক) সাধারণ তথ্য

- ১। শিল্পনগরীর নাম:
- ২। জেলার নাম:
- ৩। শিল্প প্রতিষ্ঠানের নাম: প্লট নং-
- ৪। শিল্প মালিকের নাম: লিঙ্গ: ☐ পুরুষ ☐ মহিলা ☐ তৃতীয়
লিঙ্গ
- ৫। শিক্ষাগত যোগ্যতা:
- ৬। মালিকানার ধরন: ☐ একক মালিকানা ☐ অংশীদারিত্ব ☐ লিমিটেড কোম্পানি
- ৭। উত্তরদাতার নাম: পদবি: মোবাইল নং:
- ৮। শিল্প প্লট বরাদ্দ/হস্তান্তর পাওয়ার তারিখ:
- ৯। শিল্প প্লটের আকার (বর্গফুট):
- ১০। শিল্প প্লটের সংখ্যা:
- ১১। বিসিকের শিল্প নিবন্ধন রয়েছে কি না? ☐ হ্যাঁ ☐ না
- ১২। লিজ ডিড সম্পন্ন হয়েছে কি না? ☐ হ্যাঁ ☐ না
- ১৩। কারখানা স্থাপনের জন্য NOC নেয়া হয়েছে কি না? ☐ হ্যাঁ ☐ না
- ১৪। বরাদ্দকৃত শিল্প প্লটে শিল্প ইউনিট স্থাপিত হয়েছে কি না?
☐ না। উত্তর ‘না’ হলে লে-আউট প্ল্যান অনুমোদন হয়েছে কি না?
☐ হ্যাঁ। উত্তর ‘হ্যাঁ’ হলে-
i) শিল্প ইউনিট প্রথম বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদনে যাওয়ার তারিখ:
ii) শিল্পের ধরন/ শিল্প খাত:

iii) পণ্যের প্রধান বাজারঃ ☐ স্থানীয় ☐ জাতীয় ☐ আন্তর্জাতিক ☐ জাতীয়-আন্তর্জাতিক উভয়

iv) শিল্প কারখানায় কর্মরত জনবলঃ জন;

- পুরুষ.....জন, নারী.....জন, তৃতীয় লিঙ্গ.....জন,
- ম্যানেজমেন্ট জন, ম্যানেজমেন্টে নারী.....জন।

(খ) শিল্প প্লট অব্যবহৃত থাকার কারণ বিশ্লেষণ

প্লট বরাদ্দ পাওয়ার পর শিল্প ইউনিট স্থাপন করেনি এমন উদ্যোক্তার জন্য প্রযোজ্য

- ১৫। আপনি কি মনে করেন শিল্পনগরীটি উপযুক্ত স্থানে স্থাপিত হয়েছে? ☐ হ্যাঁ ☐ না। উত্তর 'না' হলে-
- i) কেন উপযুক্ত নয়?
- ii) এক্ষেত্রে উপযুক্ত স্থান নির্বাচনের ক্ষেত্রে কী কী করা যেতে পারে?
- ১৬। শিল্পের কাঁচামাল আমদানি নির্ভর কি না?
- ☐ হ্যাঁ ☐ না। উত্তর হ্যাঁ হলে কত %.....
- আমদানিতে প্রতিবন্ধকতা আছে কি না?
- ☐ হ্যাঁ ☐ না।
- ১৭। শিল্প ইউনিট স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় লাইসেন্স/নিবন্ধন পেতে কোনো সমস্যা হয়েছে কি না?
- ☐ না ☐ হ্যাঁ। উত্তর 'হ্যাঁ' হলে কি ধরনের সমস্যা?
- ১৮। শিল্প ইউনিট স্থাপনে অন্যান্য সরকারি দপ্তরে কোনো অসহযোগিতার সম্মুখীন হতে হয় কি না? ☐ না ☐ হ্যাঁ। উত্তর 'হ্যাঁ' হলে- i) এক্ষেত্রে কী ধরনের অসহযোগিতার সম্মুখীন হতে হয়?
-
- ii) কোন কোন দপ্তরে বেশি অসহযোগিতার সম্মুখীন হতে হয়?
- ১৯। শিল্প ইউনিট স্থাপনে বিসিকের পক্ষ থেকে কোনো বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছে কি না? ☐ না ☐ হ্যাঁ। উত্তর 'হ্যাঁ' হলে-
- i) কী ধরনের অসহযোগিতার সম্মুখীন হতে হয়েছে?
- ii) এ ধরনের প্রতিবন্ধকতা নিরসনে বিসিক কী করতে পারে?
- ২০। প্লট বরাদ্দ পাওয়ার শিল্প ইউনিট স্থাপন না করার পেছনে কী কী কারণ রয়েছে বলে আপনি মনে করেন? বক্সে টিক চিহ্ন দিন (একাধিক উত্তর হতে পারে)-
- ☐ দক্ষ মানবসম্পদের অভাব।
 - ☐ শিল্প ইউনিট স্থাপনের জন্য পর্যাপ্ত মূলধনের ঘাটতি।
 - ☐ ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে ঋণ পেতে অসুবিধা।
 - ☐ বিসিক হতে বরাদ্দকৃত প্লটের আকার শিল্প ইউনিট স্থাপনের জন্য যথেষ্ট না হওয়া।
 - ☐ প্রযুক্তিগত সীমাবদ্ধতা।
 - ☐ প্রশাসনিক বা আইনগত জটিলতা।
 - ☐ শিল্পনগরীর অপরিাপ্ত অবকাঠামোগত সুবিধা।
 - ☐ ইউটিলিটি (বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানি) সংযোগ না থাকা।
 - ☐ প্রয়োজনীয় কাঁচামাল সহজলভ্য না হওয়া।
 - ☐ শিল্পনগরীর নিরাপত্তা ব্যবস্থা (সীমানা প্রাচীর, নিরাপত্তা প্রহরী) যথেষ্ট নয়।
 - ☐ শিল্প স্থাপনে রাজনৈতিক বা সামাজিক বাধা।

- ☐ বাজারে চাহিদার ঘাটতি।
- ☐ ব্যক্তিগত/ পারিবারিক সমস্যা।
- ☐ জমি/প্লট সংক্রান্ত আইনি জটিলতা।
- ☐ অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা
- ☐ সঠিক পরিকল্পনা ছাড়াই প্লট বরাদ্দ নেয়া
- ☐ অন্যান্য কারণ (উল্লেখ করুন)

- ২১। বিসিক থেকে প্রদেয় সেবা প্রাপ্তিতে কোনো অসুবিধা হয় কি না? ☐ না ☐ হ্যাঁ। উত্তর 'হ্যাঁ' হলে কি ধরনের অসুবিধা?
- ২২। বরাদ্দপ্রাপ্ত প্লটে শিল্প স্থাপনের পরিকল্পনা রয়েছে কি না?
☐ হ্যাঁ। উত্তর 'হ্যাঁ' হলে কত দিনের মধ্যে? ☐ ১ বছর ☐ ২-৩ বছর ☐ ৪-৫ বছর ☐ ৫+বছর
☐ না। উত্তর 'না' হলে প্লটটি কী করবেন?
- ২৩। বরাদ্দকৃত শিল্প প্লট হস্তান্তরের সুযোগ প্রদান করলে গ্রহণ করবেন কি না? ☐ হ্যাঁ ☐ না

রুগ্ন/বন্ধ শিল্প ইউনিটের জন্য প্রযোজ্য

- ২৪। আপনার প্রতিষ্ঠানের বর্তমান অবস্থা:- ☐ রুগ্ন ☐ বন্ধ
- ২৫। আপনার শিল্প ইউনিট রুগ্ন/বন্ধ হওয়ার তারিখ, সন:
- ২৬। শিল্প ইউনিট স্থাপনের পর সেটি রুগ্ন/বন্ধ হওয়ার পেছনে কী কী কারণ রয়েছে? বক্সে টিক চিহ্ন দিন (একাধিক উত্তর হতে পারে)-
- ☐ শিল্প ইউনিট পরিচালনায় আর্থিক সমস্যা।
 - ☐ ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে ঋণ পেতে অসুবিধা। অসুবিধার কারণসমূহ-
 - ☐ ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে গ্রহণকৃত ঋণ পরিশোধে ডিফল্টার হওয়া।
 - ☐ বিসিক হতে বরাদ্দকৃত প্লটের আকার শিল্প পরিচালনার জন্য যথেষ্ট না হওয়া।
 - ☐ কারখানা মালিকের মৃত্যুজনিত কারণে ওয়ারিশান সমস্যা।
 - ☐ লিমিটেড কোম্পানির অংশীদারিত্ব সমস্যা
 - ☐ মামলাজনিত সমস্যা।
 - ☐ অবৈধ দখল
 - ☐ জমির কিস্তি বকেয়াজনিত সমস্যা
 - ☐ ভাড়াজনিত সমস্যা
 - ☐ কারখানা পরিচালনায় ব্যবস্থাপনাগত অদক্ষতা।
 - ☐ বাজার গবেষণার অভাব ও বিপণন কৌশলের দুর্বলতা।
 - ☐ কাঁচামালের ঘাটতি।
 - ☐ উৎপাদিত পণ্যের চাহিদার ঘাটতি।
 - ☐ অবকাঠামোগত সমস্যা।
 - ☐ বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠানের সাথে প্রতিযোগিতায় টিকতে না পারা।
 - ☐ কারিগরি জ্ঞানের অপরিপূর্ণতা।
 - ☐ পুরোনো প্রযুক্তি ব্যবহার।
 - ☐ জ্বালানী সরবরাহের ঘাটতি।
 - ☐ ইউটিলিটি (বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানি) সংযোগ না থাকা।
 - ☐ নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ/গ্যাস না থাকা

- ☐ স্থানীয় শ্রমবাজারে দক্ষ জনবলের অভাব।
- ☐ পরিবেশগত নিষেধাজ্ঞা।
- ☐ সরকারের নতুন নীতির ফলে সৃষ্ট অনিশ্চয়তা।
- ☐ বৈশ্বিক সংকটের (যুদ্ধ, মহামারী, অর্থনৈতিক মন্দা) প্রভাব।
- ☐ রাজনৈতিক বা সামাজিক কারণ। উল্লেখ করুন:
- ☐ বরাদ্দকৃত শিল্প প্লটে শিল্প স্থাপনের পর সেটি রুগ্ন/বন্ধ হওয়ার পেছনে আর কী কী কারণ দায়ী বলে আপনি মনে করেন?
 - i.
 - ii.
 - iii.
 - iv.
 - v.

২৭। শিল্প ইউনিটের কার্যক্রম পুনরায় চালুর/পূর্ণাঙ্গভাবে চালুর সম্ভাবনা আছে কি না?

- ☐ প্রক্রিয়াধীন
- ☐ অনিশ্চিত
- ☐ সম্ভব নয়। সেক্ষেত্রে আপনার শিল্প ইউনিটটি কী করবেন?
 - ☐ আংশিক ভাড়া দিবেন
 - ☐ হস্তান্তর করবেন
 - ☐ অন্য কিছু.....

(গ) শিল্প প্লটের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিতকরণে করণীয়

২৮। কি ধরনের সহায়তা পেলে প্লট ব্যবহার করতে/ পুনরায় শিল্প চালু করতে পারবেন বলে মনে করেন? বক্সে টিক চিহ্ন দিন (একাধিক উত্তর হতে পারে)-

- ☐ সহজ শর্তে ব্যাংক ঋণ প্রদান।
- ☐ অবকাঠামোগত (রাস্তা, ড্রেন, কালভার্ট) উন্নয়ন।
- ☐ নিরাপত্তা ব্যবস্থা (সীমানা প্রাচীর, নিরাপত্তা প্রহরী) জোরদার করা
- ☐ ইউটিলিটি (বিদ্যুৎ, গ্যাস, পানি) সংযোগ স্থাপন।
- ☐ মালিকানা/অংশীদারিত্ব সংক্রান্ত দ্বন্দ্ব সমাধানের সহায়তা পেলে।
- ☐ দক্ষ শ্রমিক সরবরাহ।
- ☐ প্রশাসনিক অনুমোদন সহজীকরণ।
- ☐ চাঁদাবাজি বন্ধে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর প্রয়োজনীয় সহযোগিতা পেলে।
- ☐ প্রযুক্তি হস্তান্তর/ উন্নয়ন।
- ☐ সরকারের নীতিমালা পরিবর্তন।
- ☐ অন্যান্য (উল্লেখ করুন)

২৯। এখনও বরাদ্দ হয়নি এমন শিল্প প্লট দ্রুত বরাদ্দ প্রদানে কী কী করা যেতে পারে বলে মনে করেন?
.....।

৩০। নিরবচ্ছিন্ন ইউটিলিটি সার্ভিস পেতে অতিরিক্ত সার্ভিস চার্জ দিতে আগ্রহী কি না?

- ☐ হ্যাঁ ☐ না ☐ শর্তসাপেক্ষ (উল্লেখ করুন)-.....।



বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন (বিসিক)

www.bscic.gov.bd